বিদআতী ও ভ্রান্ত দলসমূহের করুণ পরিণাম নিয়ে
আইম্মায়ে কিরামের উক্তির সমন্বয়

মণিমালা

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

আলোচক -পিচ টিভি বাংলা

অনুবাদকের কথা

‘মণিমালা’ এই পুস্তিকাটি বিদআতমুক্ত আহলে সুন্নাহ তথা সালাফীদের বিভিন্নমুখী বিদআত-বিরোধী কথামালার মণি-মুক্তা-হিরে-চুনি-পান্না-কাঞ্চন-প্রবাল-পদ্মরাগের বহুমূল্য হার এবং হাদীস তথা সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী তথা আহলে সুন্নাহর পথের পথিকদের জন্য এক অমূল্য উপহার।

বইটি আল-গাত্ব দাওয়াত অফিসে কর্মরত আমার প্রীতিভাজন ভাই মওলানা আব্দুল লতীফ মাদানীর হাতে এলে তিনি পড়ে মুগ্ধ হন এবং আমাকে তার অনুবাদ করে বাংলার পাঠককে উপহার দিতে সুপরামর্শ দেন। সহীহ আকীদাহ ও অভিন্ন দাওয়াত-পদ্ধতির আকর্ষণে এই পুস্তিকার অনুবাদ করতে আমি প্রয়াস পাই।

এখান থেকে যদি সেই দ্বীনের আহবায়করা মণির মালা গ্রহণ করেন, যাঁরা তাঁদের দাওয়াতকে সুন্দরী, সুরভিতা, সুশোভিতা ও সুসজ্জিতা কনের রূপ দিয়ে পাণিপ্রার্থী বরের অপেক্ষায় রয়েছেন, অথচ তার গলায় কোন মালা বা হার নেই, তাহলে অবশ্যই তাঁদের সেই দাওয়াত সত্বর গ্রহণীয় ও বরণীয় হবে।

বিদআত যেমনই হোক তা বিদআত এবং তা কর্দম। সুসজ্জিতা কনের মূল্যবান ঝলমলে পরিচ্ছদকে মলিন করে দেয় ঐ কর্দম। বলা বাহুল্য ঐ কর্দম থেকে দূরে থাকা, কাদার ছিটা যাতে না লাগে তার শত চেষ্টা করা এবং দাওয়াতকে বিদআতমুক্ত করা প্রত্যেক দাওয়াত-পেশকারীর কর্তব্য।

অবশ্য ‘কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দের’ যে নেই তা নয়। তা বলে বেগুনের খদ্দের দেখেই বেগুনকে ভালো বলে জ্ঞানীগণ মেনে নিতে পারেন না। কর্দমাক্ত মলিন

অসুন্দরী কত শত কনের বিবাহ এমনিতেই হয়ে যায়। আর তার মানে এই নয় যে, তারা সবাই অমলিন সুন্দরী। কারো চোখে সুন্দরী এবং কারো চোখে অসুন্দরী হলেও প্রকৃত সুন্দরী ও অসুন্দরী তথা আচম্‌কা সুন্দরী অবশ্যই সমান নয়। সুতরাং প্রকৃত ও অনিন্দ্য তথা পরমা সুন্দরী বেছে নেওয়া অবশ্যই জ্ঞানী বরের সুরুচির পরিচয়। দাওয়াতের বাজারে সুশোভিত চমৎকার বহু ব্যক্তি ও সংগঠন কাজ করছে, তার মধ্যে যেটি আসল ও খাঁটি তাওহীদবাদী সালাফী দাওয়াত সেটিকেই গ্রহণ ও বরণ করে নেওয়া প্রত্যেক জ্ঞানী মুসলিমের কর্তব্য।

মহান আল্লাহ সকলকে সঠিক জিনিস চিনে বেছে নেওয়ার তাওফীক দান করুন। মণিমালা দ্বারা তার লেখক, অনুবাদক ও পাঠকের চক্ষুর মণিকে শীতল করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

২৫ যিলহজ্জ ১৪২২হিঃ

৯ মার্চ ২০০২ ইং

[illegible]

যুগে যুগে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট শির্ক, বিদআত ও কুসংস্কারসমূহকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সংস্কারের লক্ষ্যে সাহাবাদের যুগ থেকেই আন্দোলন চলে আসছে।

মুসলিম সমাজে বিশেষ সর্বনাশ হল বিদআত বা ধর্মের নামে সওয়াব লাভের আশায় বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের রসম-রেওয়াজ পালন করা। সম্প্রতি মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে যে সকল অধর্ম, বিদআত, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির ছড়াছড়ি চলছে অত্র পুস্তকে তার তীব্র প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে বিদআতীদের নিন্দাবাদ এবং তাদের সাথে ওঠা-বসা তথা দ্বীনী সম্পর্ক রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। উলামায়ে-সলফের অতি মূল্যবান বাণীর মণি-কাঞ্চনকে হাররূপে উপহার দিয়ে বিদআতী আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাওয়াতী প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর সেই সাথে বিদআত প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, অত্র পুস্তিকার মূল লক্ষ্য হল, যাবতীয় বিদআত পরিহার করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সনাতন ইসলাম-মুখী করা।

'**মণিমালা**'র মূল আরবী পুস্তিকাটি হঠাৎ একদিন আমার নজরে পড়লে বইটি আমি কিছু পড়েই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। কারণ ভ্রান্ত আকীদার পরিপোষকদের অপপ্রভাবে ভারত উপমহাদেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ ব্যাপক আকারে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত। পরিস্থিতির এই প্রেক্ষিতেই পঁচিশের অধিক পুস্তক-প্রণেতা ও তরুণ বক্তা, আল-মাজমাআহ দাওয়াত ও ইরশাদ অফিসের সুযোগ্য অনুবাদক ও দাঈ শ্রদ্ধেয় শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেবকে উক্ত পুস্তিকাখানি আরবী থেকে বাংলা

ভাষায় অনুবাদ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই। সে মতে তিনি তা সরল ভাষায় অনুবাদ করতে প্রয়াস পান। মহান আল্লাহ তাঁকে ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি দান করুন। আমীন।

আমি আশা করি যে, এই পুস্তিকা পাঠে হক ও সত্য-সন্ধানী পাঠকগণ বিদআত ও বিদআতীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থেকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উপর সুদৃঢ় থাকার দিক-নির্দেশ পাবেন। আরো আশা করি যে, বাংলা ভাষায় সঠিক ও শুদ্ধ আকীদার ইসলামী গ্রন্থরাজির মধ্যে এ 'মণিমালা' বইটি হবে এক মহামূল্য সংযোজন। আমি এই বইটির বহুল প্রচার একান্তভাবে কামনা করি।

দয়াময় আল্লাহ এটিকে কবুল করুন এবং এর রচয়িতা ও অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত ঃ-
মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ মাদানী
আল-গাত দাওয়াত ও ইরশাদ অফিস
রিয়ায - সঊদী আরব
১০/৩/২০০২ ইং

ভূমিকা

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

অতঃপর বলি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াত (পথনির্দেশ ও আদর্শ) হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেদায়াত। আর সব থেকে নিকৃষ্ট হল নবরচিত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক নবরচিত কর্মই হল বিদআত।

অতঃপর আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি আহলে সুন্নাহ ও তার ইমামগণকে বাজে কথা এবং অমূলক বিশ্বাস থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁর সুদৃঢ় রজ্জু, স্পষ্ট কিতাব এবং তাঁর রসূলের স্পষ্ট ও উজ্জ্বল আদর্শ অবলম্বন করার সুমতি দান করেছেন এবং লজ্জাকর ন্যাক্কারজনক উক্তিসমূহ থেকে তাঁদেরকে দূরে রেখেছেন। বিদআতীদের সম্পর্কে যাঁদের কথা পালনীয় এবং তাঁদের বিপক্ষের কথা ন্যায্য (দলীল) দ্বারা অসার প্রতিপাদিত ও পরিত্যাজ্য।

তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে এবং আল্লাহ যা চাননি তা হয়নি। সুতরাং আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাঁদের নিয়ম-নীতির একান্ত অনুগমন করি এবং তাঁদের মর্যাদাকে উদার মনে স্বীকার করি।

পাঠকের খিদমতে এটি একটি সংক্ষিপ্ত ও বড় উপকারী পুস্তিকা -ইন শাআল্লাহ। এ পুস্তিকায় কুরআনে কারীম, মহানবীর সুন্নাহ এবং খ্যাতিসম্পন্ন বড় বড় ইমামগণের ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বাণী সম্বলিত নানা বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। সুন্নাহর বহু গ্রন্থ মন্থন করে আমি সে বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তার দানাগুলিকে এতে

একত্রিত করেছি। আর এর নাম দিয়েছি, 'লাম্মুদ দুর্রিল মানযূর, মিনাল ক্বাওলিল মা'যূর।'

আমি সম্মানিত আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর নিকট এই আশা করি যে, (অত্র পুস্তিকায়) সুপথ প্রদর্শনকারী ইমামগণের উপযুক্ত নাম চয়নে তাঁর তওফীক লাভ করেছি; যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ (তাঁর নবীর) সুন্নাহর হিফাযত করেছেন।

যেমন আমি আল্লাহ জাল্লা অআলার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এই পুস্তিকা দ্বারা প্রত্যেক পাঠককে উপকৃত করেন, আমার এই কাজ যেন খাঁটিভাবে তাঁর চেহারা দর্শন ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয় এবং সুন্নাহ প্রচার করার উদ্দেশ্যে ও আমি যাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি তাদের হৃদয় আলোকিত করার উদ্দেশ্যে হয়; সলফে সালেহীনের বহু বাণী যাদের অজানা রয়ে গেছে। ------

--- পরিশেষে সুমহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে এই চাই যে, তিনি যেন আমাকে সুন্নাহর অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন, সুন্নাহর আলো-বাতাসে থাকা অবস্থায় যেন আমার মরণ দেন এবং সুন্নাহর অধিকারী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে যেন আমার হাশর করেন।

[illegible]

বিনীতঃ

আবূ আব্দুল্লাহ জামাল বিন ফুরাইহান আল-হারেষী

১০/ ১/ ১৪১৭হিঃ তায়েফ

(১)

কিতাব ও সুন্নাহ অবলম্বন, সলফের আদর্শের অনুসরণ এবং বিদআত বর্জন জরুরী

১। মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা (আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম না হয়ে মরো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে তা হতে উদ্ধার করেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন। যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও। *(সূরা আ-লে ইমরান ১০২- ১০৩ আয়াত)*

২। তিনি আরো বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, আর এই পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর এবং অন্য পথসমূহের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এ বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে এইরূপ আদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

৩। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন কর। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ, প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।” *(সহীহঃ আহমাদ ৪/ ১২৬, তিরমিযী ২৬৭৬ নং, হাকেম ১/৯৬, শারহুস সুন্নাহ বগবী ১/২০৫, ১০২নং)*

৪। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কর্ম পছন্দ করেন; (তার মধ্যে ১টি হল,) ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের আল্লাহর রশী (দ্বীন ও কুরআন)কে ধারণ করা।" *(সহীহঃ শারহুস সুন্নাহ বগবী ১/২০২, ১০১নং)*

৫। হুযাইফাহ رضي الله عنه বলেন, 'হে কারীর দল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের পূর্ববর্তী (সাহাবাদের) পথ অবলম্বন কর। আল্লাহর কসম! তাতে যদি তোমরা (সুপথে অবিচলিত থেকে) অগ্রসর হতে পার, তাহলে বড় দূর পথ অগ্রসর হয়ে থাকবে। আর যদি তোমরা সে পথ ছেড়ে ডাইনে-বামে সরে যাও, তাহলে ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাবে।' *(লালকায়ী ১/৯০, ১১৯নং, আল-বিদ্' অননাহয়ু আনহা, ইবনে অযযাহ ১৭পৃঃ, আস-সুন্নাহ, ইবনে নাস্র ৩০পৃঃ)*

৬। ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, তোমরা (রসূল ﷺ ও সাহাবাগণের) অনুসরণ কর এবং বিদআত করো না। দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।' *(ইবনে অযযাহ ১৭পৃঃ, আস-সুন্নাহ ২৮পৃঃ)*

৭। যুহরী বলেন, 'আমাদের বিগত উলামাগণ বলতেন, "সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাঝে পরিত্রাণ আছে। ইলম সত্বর তুলে নেওয়া হবে। ইলমের বিদ্যমানতা হল দ্বীন ও দুনিয়ার স্থিতি। আর ইলম নিশ্চিহ্ন হওয়ার মানে হল, এ সবের ধ্বংস হয়ে যাওয়া।" *(লালকায়ী ১/৯৪, ১৩৬নং, দারেমী ১/৫৮, ১৬নং)*

৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, 'ইল্‌ম তুলে নেওয়ার আগে তোমরা ইল্‌মকে যত্ন কর। আর তোমরা বিদআত (নতুন কর্ম), বাড়াবাড়ি ও (খুঁটিনাটি নিয়ে) গভীর চিন্তা-ভাবনা (বা ভেদ খোঁজা) থেকে দূরে থাক। বরং তোমরা প্রাচীন পথ অবলম্বন কর।' *(দারেমী ১/৬৬, ১৪৩নং, আল-ইবানাহ ১/৩২৪, ১৬৯নং, লালকায়ী ১/৮৭, ১০৮নং, ইবনে অযযাহ ৩২পৃঃ)*

৯। তিনি আরো বলেন, 'বিদআতে মেহনত করার চেয়ে সুন্নাহর উপর অল্প আমল অনেক ভাল।' *(আস-সুন্নাহ ৩০পৃঃ, লালকায়ী ১/৮৮, ১১৪নং, আল-ইবানাহ ১/৩২০, ১৬১নং)*

১০। সাঈদ বিন জুবাইর মহান আল্লাহর বাণী ([illegible]) (অর্থাৎ, সৎকাজ করে ও সৎপথে অটল থাকে) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'সুন্নাহ ও জামাআত অবলম্বন করে।' *(আল-ইবানাহ ১/৩২৩, ১৬৫নং, লালকায়ী ১/৭১, ৭২নং)*

১১। আওযাঈ বলেন, 'সুন্নাহ আমাদেরকে যেদিকে ঘুরায়, আমরা সেদিকেই ঘুরব।' *(লালকায়ী ১/৬৪, ৪৭নং)*

১২। ইমাম আহমাদ বলেন, 'যারা খেয়াল-খুশী মত চলে (বিদআতী) তাদের কাছ থেকে কম-বেশী কিছুই লিখ না। বরং তোমরা সুন্নাহ (হাদীস) ও আসার-ওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ কর।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১১/২৩১)*

১৩। উমার বিন আব্দুল আযীয তাঁর কোন এক গভর্নরের কাছে লিখা চিঠিতে বলেনঃ

আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন আব্দুল আযীযের তরফ থেকে আদী বিন আরতাআর প্রতি ঃ

অতঃপর আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই।

অতঃপর আমি আপনাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করুন। তাঁর আদেশ পালনে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করুন। তাঁর নবীর সুন্নাহর অনুসরণ করুন। বিদআতীদের প্রচলিত বিদআত বর্জন করুন। সুন্নাহই পালনের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আপনি সুন্নাহর তরীকাই অবলম্বন করে থাকুন। কারণ, সুন্নাহ তিনি প্রবর্তিত করে গেছেন, যিনি তার পরিপন্থী ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা, আহাম্মকী ও সুগভীরে প্রবেশকে জেনেছেন। অতএব আপনি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, যা নিয়ে ঐ গোষ্ঠী সন্তুষ্ট। আর অবশ্যই তাঁরা ইল্ম অনুযায়ী কর্ম করেছেন এবং সক্রিয় দূরদর্শিতার সাথে (নিষিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ জিনিস থেকে) বিরত হয়েছেন। রহস্য উদ্ঘাটনে যদি কোন সওয়াব থাকত, তাহলে তাঁরা অবশ্যই সে কাজে মাহাত্ম্যের সাথে অধিক পারঙ্গম ছিলেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি বলেন যে, এ কাজ (বিদআত) তো তাঁদের পর সৃষ্টি হয়েছে। (তাহলে জেনে রাখুন যে, ঐ বিদআত সেই রচনা করেছে, যে তাঁদের সুন্নাহর (তরীকার) অনুসরণ করে নি এবং তাঁদেরকে অপছন্দ করেছে। তাঁরাই হলেন অগ্রগামী। তাঁরা সে বিষয়ে যে কথা বলেছেন তাই যথেষ্ট। তাঁরা সে প্রসঙ্গে যে বয়ান দিয়েছেন তা সন্তোষজনক। তাঁদের থেকে যে নিম্নে তার ত্রুটি আছে। আর তাঁদের থেকে যে উর্ধ্বে সে ঘৃণিত। তাঁদের পথে চলতে যারা অবহেলা প্রদর্শন করেছে

তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর তাঁরা এ ব্যাপারে সরল হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।' *(আশ্-শারীআহ ২১২পৃঃ)*

১৪। ইবনে বাত্তাহ বলেন, 'কি প্রশংসনীয় সে সম্প্রদায়; যাঁদের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, মস্তিষ্ক অতি স্বচ্ছ, নবীর অনুসরণে যাঁদের হিম্মত অতি উচ্চ। নবীর প্রতি তাঁদের চূড়ান্ত পর্যায়ের এত মহব্বত যে, তাঁরা তাঁর এইরূপ অনুসরণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অতএব ভাই সকল! তোমরা ঐ শ্রেণীর সুধীগণের পথ অনুসরণ কর এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা সুপথ পাবে, তোমরা (আল্লাহর) সাহায্য পাবে এবং তোমাদের সকল প্রয়োজন দূর হবে।' *(আল-ইবানাহ ১/২৪৫)*

১৫। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'তোমরা (সুন্নাহতে) অটল থাক এবং আসার (হাদীসের) পথ অনুসরণ কর। আর বিদআত থেকে দূরে থাক।' *(আল-ই'তিসাম, শাত্বেবী ১/১১২)*

১৬। আওযায়ী বলেন, 'তুমি সলফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল; যদিও লোকে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এঁর-ওঁর রায় থেকে দূরে থাক; যদিও কথা দ্বারা তা তোমার জন্য সুশোভিত করে পেশ করে।' *(আশ্-শারীআহ ৬৩পৃঃ)*

(২)
মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ জামাআত ও তাদের ইমাম (নেতার) দলভুক্ত হওয়ার আদেশ এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান

১৭। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) গেল, সে আসলে তার ঘাড় থেকে ইসলামের গলরশিকে খুলে ফেলল।" (অর্থাৎ, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেল।) *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ৮৯২, ১০৫৩ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

১৮। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার কোন ইমাম (রাষ্ট্রীয়-নেতার বায়াত) নেই, সে আসলে জাহেলিয়াতের মরণ মারা গেল।" *(ঐ ১০৫৭নং, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)*

১৯। তিনি বলেন, তোমরা জামাআতবদ্ধ হও এবং শতধা-বিভক্ত হয়ো না। কারণ শয়তান একাকীর সাথী হয় এবং দু'জন থেকে অধিক দূরে থাকে। আর যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বেহেশ্ত্ চায়, সে ব্যক্তির উচিত, জামাআতে শামিল হওয়া।" *(ঐ ৮৮নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

২০। তিনি বলেন, জামাআত (একতা) হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আযাব।" *(ঐ ৯৩নং, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)*

২১। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (নেতার) আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।" *(ঐ ৯৩, ১০৬৪ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

২২। তিনি আরো বলেন, "তিন ব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাই করো না (তারা ধ্বংস হবে); যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যে ব্যক্তি তার ইমাম (নেতার) অবাধ্য হয় এবং যে ব্যক্তি নাফরমান হয়ে মারা যায়।" *(ঐ ৮৯, ১০০, ১০৬০ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

২৩। মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, 'জামাআতের উপর আল্লাহর হাত থাকে। সুতরাং যে বিচ্ছিন্ন হবে, আল্লাহ তার বিচ্ছিন্নতায় কোন পরোয়া করবেন না।' *(আল-ইবানাহ ১/২৮৯, ১১৯নং)*

২৪। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা আনুগত্য ও জামাআতবদ্ধতায় অটল থাক। কারণ, এটাই হল আল্লাহর সেই রশি, যা ধারণ করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন। আর বিচ্ছিন্নতায় প্রীতিকর জিনিস লাভের চেয়ে জামাআতে অপ্রীতিকর জিনিস অনেক ভাল।' *(ঐ ১/২৯৭, ১৩৩নং)*

২৫। আওযায়ী বলেন, 'বলা হত যে, পাঁচটি বিষয়ের উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবা ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারী (তাবেঈন)গণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; জামাআতবদ্ধতা, সুন্নাহর অনুসরণ---।' *(আল-লালকায়ী ১/৬৪, ৪৮-নং)*

(জ্ঞাতব্য যে, জামাআত বলতে কোন সংগঠন নয়। বরং জামাআত হল, এক রাজা বা রাষ্ট্রনেতার শাসনাধীন সকল প্রজা ও ব্যক্তিবর্গ। অনুবাদক)

(৩)
বাদশাহ (বা শাসকের) আনুগত্য ও তার তা'যীম করা এবং বিদ্রোহ না করা

২৬। মহানবী ﷺ বলেন, "যদি একজন নাক-কাটা হাবশী (আফ্রিকান কৃষ্ণকায়) ক্রীতদাস তোমাদের নেতা (আমীর) রূপে নির্বাচিত হয়, তবুও তার কথা তোমরা মান্য কর, তার আনুগত্য কর; যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাব দ্বারা তোমাদের মাঝে নেতৃত্ব দেয়।" *(সহীহঃ আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৬২ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

২৭। তিনি বলেন, "যে আমার আনুগত্য করে, সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়, সে আসলে আল্লাহর অবাধ্য হয়। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করে, সে আসলে আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হয়, সে আসলে আমার অবাধ্য হয়। আর আমীর হল (রাজনৈতিক আপদ-বিপদ থেকে বাঁচার জন্য) ঢাল স্বরূপ।" *(সহীহঃ ঐ ১০৬৫-১০৬৮ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

২৮। আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, একদা আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পরহেযগার (ও নেককার আমীরের) আনুগত্য সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করব না। কিন্তু যে (আমীর) নোংরা কাজে (দুর্নীতিতে) লিপ্ত হবে তার ব্যাপারে আমরা কি

করতে পারি?' তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (বৈধ বিষয়ে) তার কথাও মান্য কর ও তার আনুগত্য কর।" *(সহীহঃ ঐ ১০৬৯, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

২৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এমন এক শ্রেণীর আমীর হবে; যাদের জন্য দেহের চামড়া নরম হবে এবং তাদের প্রতি হৃদয়-মন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। অতঃপর এক শ্রেণীর আমীর হবে যাদের প্রতি হৃদয়-মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, 'না। তাদের নামায কায়েম করা পর্যন্ত নয়।" *(সহীহঃ ঐ ১০৭৭ নং)*

৩০। আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। আমি তখন মদীনার মসজিদে (ঘুমিয়ে) ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা আঘাত করলেন ও বললেন, "আমি কি তোমাকে এখানে ঘুমাতে দেখছি না?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার এমনিই চোখ লেগে গেল।' তিনি বললেন, "তোমাকে যখন এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে, তখন তুমি কি করবে?" আমি বললাম, 'আমি বর্কতময় পবিত্র ভূমি শাম দেশকে পছন্দ করি। (সেখানে চলে যাব।)' তিনি বললেন, "সেখান থেকেও তোমাকে বহিস্কার করলে তুমি কি করবে?" আমি বললাম, 'কি করব? আমি আমার তরবারি দ্বারা লড়াই করব হে আল্লাহর রসূল!' আল্লাহর রসূল ﷺ দুইবার বললেন, "আমি তোমাকে এর চাইতে উত্তম ও উচিততর কর্তব্য বলে দেব না কি? আদেশ পালন করো, আনুগত্য করো এবং তোমাকে যেখানে যেতে বলে, সেখানেই চলে যেয়ো।" *(সহীহঃ ঐ ১০৭৪ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

৩১। মুআবিয়া বিন আবী সুফিয়ান বলেন, যখন আবূ যার্র ﷺ (মদীনা থেকে আমীরের আদেশে) রাবাযায় বের হয়ে গেলেন, তখন ইরাকের এক কাফেলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তার খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং আপনি এক পতাকা উড্ডীন করুন। (একটি জামাত বা দল গঠন করুন।) আপনার ইচ্ছামত লোক এসে জমায়েত হবে।' তিনি বললেন, 'থামো, থামো, ওহে মুসলিমগণ! আমি আল্লাহর রসূল ﷺকে

বলতে শুনেছি যে, "আমার পরে রাজা হবে। তোমরা তার সম্মান করো। যে ব্যক্তি তাকে অপমান করার চেষ্টা করবে, সে আসলে ইসলামে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করবে এবং তার তওবা কবুল করা হবে না; যে পর্যন্ত না সে তা পূর্বের ন্যায় ফিরিয়ে দিয়েছে।" *(সহীহঃ ঐ ১০৭৯ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)*

এখানে সাহাবী আবু যার ﷺ-এর আদর্শ কত সুন্দর। পক্ষান্তরে বর্তমানকালের ভ্রষ্টতার আহবায়করা লোকেদের কাছে তাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে, তাদের সপক্ষে জমায়েত হতে এবং তাদের জন্য দলবদ্ধ ও পক্ষপাতী হতে আহবান জানায়! সুতরাং এতে যে ব্যক্তি তাদের কথা না মানে তাকে বর্জন করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং অমূলক অসত্য বিভিন্ন প্রকার অপবাদ তার প্রতি আরোপ করে। বলা বাহুল্য এমন আহবায়করা যদি সুন্নাহ অধ্যয়ন করত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত এবং সুদৃঢ়ও।

৩২। কাত্বান আবিল হাইষাম বলেন, আমাদেরকে আবূ গালেব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি আবূ উমামার নিকট ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে বলল,

[illegible]

([illegible])

অর্থাৎ, তিনিই তোমার প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে স্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতসমূহ আছে, তা গ্রন্থের জননী-স্বরূপ এবং অবশিষ্ট অস্পষ্ট রূপক। অতএব যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি উৎপাদন ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে----। *(সূরা আ-লি ইমরান ৭ আয়াত)*

আল্লাহর উক্ত বাণীতে উল্লেখিত যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, তারা কারা? তিনি বললেন, 'তারা হল খাওয়ারেজ।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠ জামাআতে শামিল থাক।' আমি বললাম, 'কিন্তু তাদের অবস্থা তো আপনি বুঝতে পারছেন।' (অর্থাৎ তারা আল্লাহ-ভীরু নয়।) তিনি বললেন, 'তারা নিজেদের বোঝা

নিজেরা বহন করবে, তোমরা নিজেদের বোঝা নিজেরা বহন করবে, তাদের আনুগত্য কর হেদায়াত পাবে।' *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে নস্র ২২পৃঃ, ৫৫নং)*

৩৩। দাউদ বিন আবী ফুরাত বলেন, আবূ গালেব আমাকে বর্ণনা করেছেন, আবূ উমামা তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, 'বানী ইসরাঈল ৭১ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মতের আরো একটি দল বেশী হবে। তাদের মধ্যে বৃহত্তম দলটি ছাড়া সবগুলোই দোযখে যাবে। আর সেই (বৃহত্তম দলই) হল জামাআত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি তো জানেন জামাআতের অবস্থা।' আর সে সময়টি ছিল আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের খেলাফতকাল। তিনি এর উত্তরে বললেন, 'শোন, আল্লাহর কসম! আমি ওদের কাজ-কারবারকে আমি অপছন্দ করি। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের বোঝা বহন করবে। আর তোমরা তোমাদের নিজেদের বোঝা বহন করবে। আর বশ্যতা ও আনুগত্য ফাসেকী ও গোনাহর কাজ থেকে উত্তম।' *(ঐ ৫৬নং)*

৩৪। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার বাদশাকে সম্মান দেবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার বাদশাকে অপমান করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তাকে অপমানিত করবেন।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২২৯৭ নং)*

৩৫। তিনি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ৫টির ১টি করবে সে আল্লাহ আযযা অজাল্লার যামানতে হবে; তন্মধ্যে একটি হল, সম্মান ও শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে নেতার নিকট উপস্থিত হওয়া---।" *(আস্ সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০২১ নং)*

৩৬। উবাদাহ বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমার কষ্ট ও আনন্দের সময়, পছন্দ ও অপছন্দের সময়, (রাজা) তোমার উপর আর কাউকে অগ্রাধিকার দিলে, তোমার ধন-সম্পদ হরণ করে নিলে এবং তোমার পিঠে চাবুক মারলেও তুমি তাঁর কথা মেনে চল এবং আনুগত্য কর।" *(ঐ ১০২৬ নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

৩৭। রিব্ঈ বিন হিরাশ বলেন, যে রাতে লোকেরা উসমান বিন আফ্ফান ﷺ-এর নিকটে গেল, সেই রাতে আমি মাদায়েনে হুযাইফা বিন য়্যামানের কাছে গেলাম।

তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার সম্প্রদায়ের ব্যাপার কি?' আমি বললাম, 'আপনি তাদের কোন্ ব্যাপার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করছেন?' তিনি বললেন, 'ওদের মধ্যে কে কে ঐ ব্যক্তির (উসমানের) নিকট (বিদ্রোহীরূপে) গেছে?' আমি যারা গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোকের নাম করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং আমীরকে অপমান করবে, আল্লাহ আযযা অজাল্লার সাথে সাক্ষাতের সময় তাঁর নিকট সে ব্যক্তির কোন মুখ থাকবে না।" *(আহমাদ ৫/৩৮৭, হাকেম ১/১১৯ তিনি এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী এতে একমত। অবশ্য তাঁর বর্ণনায় আছে,)* "সাক্ষাতের সময় তার বাঁচার কোন দলীল ও হুজ্জত থাকবে না।"

৩৮। বার্বাহারী বলেন, আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, 'আল্লাহ যে বিষয় পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট, সে বিষয়ে নেতৃবর্গের আনুগত্য করা জরুরী। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ও রাজী মতে খলীফা নির্বাচিত হবেন, তিনি হবেন "আমীরুল মুমিনীন।" কারো জন্য এ বৈধ নয় যে, সে একটি রাত্রি অতিবাহিত করে অথচ তার ভালো কিংবা মন্দ কোন নেতা থাকে না।' *(ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ২/২১, শারহুস্ সুন্নাহ, বার্বাহারী ৭৭-৭৮ পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, 'মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ও রাজী মতে' বলতে উদ্দেশ্য হল আহলুল হাল্ল্ অল-আক্দ (দায়িত্বশীল, বহুদর্শী, দূরদর্শী, ন্যায়বাদী নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ)এর নির্বাচন মতে। এ থেকে সাধারণ প্রজা (জনসাধারণ, ইতর-ভদ্র সর্বসাধারণের ভোট বা নির্বাচন) উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সাবধান!

৩৯। বার্বাহারী বলেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সে খারেজী, সে মুসলিমদের সংহতি ধ্বংস করে, সে (মহানবী ও তাঁর সাহাবার) তরীকার বিরোধী কাজ করে এবং তার মরণ হয় জাহেলিয়াতী মরণ।'

৪০। তিনি আরো বলেন, '(ক্ষমতাসীন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ করা হালাল নয়; যদিও সে অবিচার করে। সুন্নাহতে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে কোন জিনিস নেই। কারণ, তাতে রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার ফাসাদ।'

(৪)
রাজার অবিচার ও অপকর্মে ধৈর্যধারণের আদেশ

৪১। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার নেতাকে কোন অপছন্দনীয় কর্মে লিপ্ত দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১১০১ নং)*

৪২। তিনি আরো বলেন, "--- অতঃপর, অচিরে তোমরা (তোমাদের নেতাদের) অন্যায়-অবিচার (তোমাদের উপরে অন্যদেরকে প্রাধান্য দিতে) দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া (মৃত্যু) পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করো।" *(ঐ ১১০২ নং)*

(৫)
আহলে সুন্নাহ (সুন্নাহপন্থী বা আহলে হাদীসের) নিদর্শন

৪৩। বার্বাহারী বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, সে আবূ হুরাইরা, আনাস বিন মালেক এবং উসাইদ বিন হুযাইরকে ভালোবাসে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ -ইন শাআল্লাহ।

যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, সে আইয়ূব, ইবনে আওন, ইউনুস বিন উবাইদ, আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস আওদী, শা'বী, মালেক বিন মিগওয়াল, ইয়াযীদ বিন যুরাই', মুআয বিন মুআয, অহাব বিন জারীর, হাম্মাদ বিন সালামাহ, হাম্মাদ বিন যায়দ, মালেক বিন আনাস, আওযায়ী এবং যায়েদাহ বিন কুদামাহকে ভালোবাসে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ।

আর যখন দেখবে যে, সে আহমাদ বিন হাম্বল, হাজ্জাজ বিন মিনহাল এবং আহমাদ বিন নাস্রকে ভালোবাসে, তাঁদেরকে ভালোর সাথে উল্লেখ করে এবং

তাঁদের সমর্থিত কথা বলে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ।' *(শারহুস্ সুন্নাহ, বার্বাহারী ১১৯-১২১পৃঃ, তাহকীক রাদাদী)*

বলা বাহুল্য, যখন কোন ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে এই দেশের (সঊদিয়ার) বা অন্য দেশের সুন্নাহ তথা সলফে সালেহীনের নীতির অনুসারী উলামাকে ভালোবাসে এবং তাঁদের সমর্থিত কথা বলে, তখন জেনে নেবেন সে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ -ইন শাআল্লাহ।

৪৪। বার্বাহারী আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদআতীদের ত্যক্ত ও তাদের বিরোধী সুন্নাহ জানতে পারে এবং সে তা অবলম্বন করে, তাহলে সে আহলে সুন্নাহ ও আহলে জামাআহ। আর সে এর উপযুক্ত যে, তার অনুসরণ করা হবে, সহযোগিতা করা হবে এবং তার হিফাযত করা হবে। আর সে হল সেই গোষ্ঠীর দলভুক্ত, যাদের ব্যাপারে ব্যাপারে রসূল ﷺ অসিয়ত করেছেন। *(ঐ ১০৭পৃঃ)*

(রসূল ﷺ হাদীস-অনুসন্ধানী আহলে হাদীস ও মুহাদ্দেসীনদের জন্য মুসলিম উম্মাহকে অসিয়ত করে গেছেন।) (সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮০নং)

৪৫। তিনি বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে বাদশাহর সংশোধনকল্পে দুআ করছে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ -ইন শাআল্লাহ।' *(ঐ ১১৬পৃঃ)*

উল্লেখিত কথার সারাংশ এই যে, যখন কোন ব্যক্তিকে আপনি দেখেন যে, সে (বিশ্বের যে কোন দেশের বসবাসকারী) আহলে সুন্নাহকে ভালোবাসে এবং (বিশ্বের যে কোন দেশের বসবাসকারী) আহলে বিদআহকে ঘৃণা করে, তখন জেনে নিন সে আহলে সুন্নাহ।

৪৬। আবূ হাতেম তাঁর পুত্রকে বলেন, 'যখন কাউকে দেখবে যে, সে (ইমাম) আহমাদকে ভালোবাসে, তখন জেনে নিও সে আহলে সুন্নাহ।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১১/১৯৮)*

৪৭। জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বলেন, আমি কুতাইবাকে বলতে শুনেছি যে, 'যখন তুমি কাউকে দেখ যে, সে আহলে হাদীসকে; যেমন ইয়াহয়্যা বিন সাঈদ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ প্রমুখ অন্যান্যকে ভালোবাসে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ। আর যখন

দেখ যে, সে ব্যক্তি তাঁদের বিরোধিতা করে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি আহলে বিদআহ।' *(লালকাঈ ১/৬৭, ৫৯নং)*

(৬)
প্রবৃত্তিপূজক বিদআতীর নিদর্শন

৪৮। আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, 'আজকের বিদআতীদের কাউকে আমি জানি না যে, সে রূপক (দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীস) ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তর্ক করছে।' *(আল-ইবানাহ আন শরীআতি ফিরাকিন না-জিয়াহ অমুজানাবাতিল ফিরাকিল মাযমূমাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ২/৫০১, ৬০৫, ৬০৯)*

৪৯। বার্বাহারী বলেন, 'যখন তুমি কাউকে দেখ যে, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাবর্গের মধ্যে কোন সাহাবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করছে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারী বিদআতী।' *(বার্বাহারী ১১৫পৃঃ ১৩৩ নং)*

৫০। তিনি আরো বলেন, 'যখন কাউকে শোনো যে, সে হাদীসের বিরুদ্ধে কটুক্তি করছে অথবা হাদীস প্রত্যাখ্যান করছে অথবা হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানতে চাচ্ছে, তখন তার ইসলামে সন্দেহ করো। আর সে যে একজন প্রবৃত্তিপূজক বিদআতী তাতে কোন সন্দেহই করো না।' *(ঐ ১১৫-১১৬পৃঃ, ১৩৪নং)*

৫১। তিনি বলেন, 'আর যখন দেখ যে, সে বাদশাহর জন্য বদ্দুআ করছে, তখন জেনে নিও সে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী)।' *(ঐ ১১৬পৃঃ, ১৩৬নং)*

৫২। আবূ হাতেম বলেন, 'আহলে বিদআহর চিহ্ন হল এই যে, সে আহলে হাদীসের ইজ্জতে আঘাত করে।' *(শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি অলজামাআহ, লালকাঈ ১/১৭৯)*

আবূ আব্দুল্লাহ জামাল (লেখক) বলেন, যখন কাউকে দেখেন যে, সে সঊদিয়া বা অন্য কোন দেশের উলামায়ে সুন্নাহ বা সালাফী মতাদর্শের বিরুদ্ধে কটুক্তি করছে, তখন জেনে নিন সে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী)।

৫৩। ইবনুল কাত্ত্বান বলেন, 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদআতী নেই, যে আহলে হাদীসকে ঘৃণা করে না।' *(আকীদাতুস সালাফ অআসহাবিল হাদীস, ইমাম সাবূনী ১০২পৃঃ, ১৬৩নং)*

৫৪। আবূ ইসমাঈল সাবূনী বলেন, 'বিদআতীর আচরণে বিদআতের চিহ্ন প্রকাশ থাকে। তাদের সব চাইতে অধিক স্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শন হল, নবী ﷺ-এর হাদীসের বাহক (মুহাদ্দেসীন)গণের প্রতি তারা দুশমনি করে, তাঁদেরকে ঘৃণা করে এবং তাঁদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ' *(ঐ ১০১পৃঃ, ১৬২নং)*

৫৫। কুতাইবাহ বিন সাঈদ বলেন, 'যখন তুমি কাউকে দেখবে যে, সে আহলে হাদীসকে ভালোবাসছে, তখন (জেনো যে,) সে সুন্নাহপন্থী। আর যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে, সে ব্যক্তিকে বিদআতী জেনো।' *(মুক্বাদ্দামাতু মুহাক্কিক্বি কিতাব শিআরু আসহাবিল হাদীস, হাকেম ৭পৃঃ)*

(৭)
দ্বীন অবক্ষয়ের কারণসমূহ

৫৬। আব্দুল্লাহ বিন দায়লামী বলেন, 'দ্বীন অবক্ষয়ের প্রথম কারণ হল, সুন্নাহ ত্যাগ করা। রশির একটার পর একটা পাক নষ্ট হতে হতে যেমন (তা ছিঁড়ে যায়) তেমনি একটার পর একটা সুন্নাহ উঠে যেতে যেতে দ্বীন বিলীন হয়ে যাবে।' *(লালকাঈ ১/৯৩, ১২৭নং, দারেমী ১/৫৮, ৯৭ নং, আল-বিদা' অন্‌নাহ্‌য়ু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭৩পৃঃ)*

৫৭। তিনি আরো বলেন, আমি ইবনে আম্‌রকে বলতে শুনেছি যে, 'বিদআত আবিষ্কার হলেই (দ্বীনের) বিলুপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর সুন্নাহ বর্জিত হলেই অধঃপতন বৃদ্ধি পায়।' *(লালকাঈ ১/৯৩, ১২৮নং, ইবনে অযযাহ ৪৪পৃঃ)*

৫৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, 'সাবধান! তোমাদের কেউ যেন নিজ দ্বীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির এমন অন্ধ অনুকরণ না করে যে, সে ঈমানের কাজ করলে সেও করবে, নচেৎ সে কুফরী করলে সেও করবে। বরং যদি তোমাদের অন্ধ অনুকরণ করা জরুরীই হয়, তাহলে তোমরা পরলোকগত মানুষের (নবী ও সাহাবাদের) অনুকরণ কর। কারণ জীবিত ব্যক্তির ব্যাপারে ফিতনার নিরাপত্তা নেই।' *(লালকাঈ ১/৯৩, ১৩০নং, মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইষামী ১/১৮০)*

৫৯। আওযায়ীর উল্লেখ মতে হাস্সান বিন আত্বিয়াহ বলেন, 'যখনই কোন সম্প্রদায় কোন বিদআত উদ্ভাবন করে, তখনই আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অনুরূপ (পরিমাণ) সুন্নাহ ছিনিয়ে নেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তা আর তাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন না।' *(দারেমী ১/৫৮, ৯৮নং)*

৬০। ইউনুস বিন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত, যুহরী বলেন, 'আমাদের বিগত উলামাগণ বলতেন, "সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাঝে পরিত্রাণ আছে। ইলম সত্বর তুলে নেওয়া হবে। ইলমের বিদ্যমানতা হল দ্বীন ও দুনিয়ার স্থিতি। আর ইলম নিশ্চিহ্ন হওয়ার মানে হল, এ সবের ধ্বংস হয়ে যাওয়া।" *(দারেমী ১/৫৮, ১৬নং)*

(৮)
প্রবৃত্তিপূজা তথা বিদআতীর নিন্দাবাদ

৬১। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আখেরী যামানায় বহু ধোকাবাজ মিথ্যাবাদী হবে; যারা তোমাদের কাছে এমন এমন হাদীস নিয়ে উপস্থিত হবে, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারাও কোন দিন শ্রবণ করেনি। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সাবধান থেকো; তারা যেন তোমাদেরকে ভ্রষ্টতা ও ফিতনায় না ফেলে।" *(মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ ৭নং)*

৬২। খালেদ বিন সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হুযাইফা বিন য়্যামানের মৃত্যুর সময় হল, তখন তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন, 'হে আবূ আব্দুল্লাহ! আমাদেরকে কিছু উপদেশ করুন।' হুযাইফা বললেন, 'আপনার কি প্রত্যয় আসে নি? জেনে রাখুন যে, প্রকৃত ভ্রষ্টতা হল, মন্দ কাজকে ভালো বলে জানা এবং ভালো কাজকে মন্দ মনে করা। আর আল্লাহর দ্বীনে বহুরূপী হওয়া থেকে সাবধান! কারণ আল্লাহর দ্বীন একটাই।' *(আল-হুজ্জাহ, ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/৩৩, লালকাঈ ১/৯০, ১২০নং)*

৬৩। আবূ কিলাবাহ যায়দ বিন উমাইরাহ থেকে বর্ণনা করে বলেন, মুআয বিন জাবাল বলেছেন, 'হে লোক সকল! অনতি দূরে ফিতনা দেখা দেবে, সে সময় মানুষের ধন বেশী হবে। কুরআন ব্যাপক আকারে প্রচারিত হবে; ফলে মুমিন, মুনাফিক, মহিলা, পুরুষ, ছোট, বড় তা পাঠ করবে। এমন কি লোকে বলবে, কুরআন তো পড়লাম; কিন্তু লোকদেরকে তার অনুসরণ করতে দেখলাম না। তাদের সামনে প্রকাশ্যে পাঠ করব না কি? অনন্তর সে প্রকাশ্যে তা পাঠ করবে; কিন্তু তাতেও কেউ তার অনুসরণ করবে না। সে বলবে, প্রকাশ্যে কুরআন তেলাঅত করলাম কিন্তু কাউকেই আমার অনুসরণ করতে দেখলাম না। সুতরাং সে তার বাড়িতে মসজিদ বানিয়ে নেবে এবং সেখানে বসে উদ্ভট উক্তি বা হাদীস গড়বে; যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহতেও নেই। অতএব তোমরা তাদের ঐ মনগড়া উক্তি (বিদআত) থেকে সাবধান থেকো। কারণ তারা যা (বিদআত) গড়ে তা হল ভ্রষ্টতা।' *(লালকাঈ ১/৮৯, ১১৭নং, আল-হুজ্জাহ ১/৩০৩, ইবনে অযযাহ ৩৩পৃঃ, আবূ দাউদ ৪৬১১ ভিন্ন শব্দে)*

৬৪। আসেম আহওয়াল কর্তৃক বর্ণিত, আবুল আলিয়াহ বলেন, 'তোমরা ইসলাম শিক্ষা কর। অতঃপর যখন তা শিখে নেবে, তখন আর তা থেকে আগ্রহহীন হয়ে পড়ো না। আর তোমরা সরল পথের পথিক হও। কারণ সেটাই হল ইসলাম। সরল পথ থেকে ডানে-বামে সরে পড়ো না। তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাহর অনুসরণ কর এবং সেই আদর্শের অনুসরণ কর, যে আদর্শের উপর ওরা ওদের সঙ্গী (নেতা উসমান ﷺ)কে হত্যা ও যা করার তা করার আগে ছিল। আমরা ওদের সঙ্গী (খলীফা উসমান ﷺ)কে হত্যা এবং যা করার তা করার ১৫ বছর আগে কুরআন পড়েছি। আর তোমরা ঐ বিদআতসমূহ থেকে সাবধান থেকো, যা মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।'

আমি এ খবর হাসানকে বললে তিনি বললেন, তিনি সত্যই বলেছেন এবং উপদেশের কথাই বলেছেন।

অতঃপর আমি হাফসা বিন্তে সীরীনকে এ খবর বললাম। তিনি বললেন, 'আমার আপনজন তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক! তুমি কি এ খবর (ভাই) মুহাম্মাদকে

বলেছ?' আমি বললাম, 'না।' বললেন, 'তুমি তাকেও এ খবর শোনাও।' *(আস্-সুন্নাহ্, ইবনে নাস্র ১৩পৃঃ, ২৬নং, আল-ইবানাহ ১/২৯৯, ১৩৬নং, লালকাঈ ১/৫৬ ও ১২৭, ১৭ ও ২১৪নং)*

(৯)
খেয়াল-খুশীর পূজারী বিদআতীদের সাথে মিশা ও চলা-ফেরা করা থেকে সাবধান!

৬৫। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে বসে, সে ব্যক্তি হতে সাবধান! যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে বসে, তাকে কোন হিকমত (জ্ঞান) দান করা হয় না। আমি পছন্দ করি যে, আমার ও বিদআতীর মাঝে লোহার কেল্লা হোক। কোন বিদআতীর নিকট খাওয়া অপেক্ষা কোন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানের নিকট খাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়!' *(লালকাঈ ৪/৬৩৮, ১১৪৯ নং)*

৬৬। হাম্বল বিন ইসহাক বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, 'কারো জন্য বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করা, মিশা এবং সৌহার্দ্য রাখা উচিত নয়।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭৫, ৪৯৫নং)*

৬৭। হাবীব বিন আবীয যাবার বলেন, 'বিদআতী কথা বললে মুহাম্মাদ বিন সীরীন নিজ কানে আঙ্গুল রেখে নিতেন। অতঃপর বলতেন, ওর মজলিস থেকে না ওঠা পর্যন্ত আমার জন্য কথা বলা বৈধ নয়।' *(ঐ ২/৪৭৩, ৪৮৪নং)*

৬৮। আইয়ুব সাখতিয়ানীকে জনৈক বিদআতী বলল, 'হে আবূ বাক্র! আপনাকে একটি শব্দ জিজ্ঞাসা করব।' আইয়ুব নিজ (অর্ধেক) আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করতে করতে বললেন, 'আধা শব্দও নয়, আধা শব্দও নয়।' *(ঐ ২/৪৪৭, ৪০২নং)*

৬৯। ইমাম আহমাদ (রঃ) মুসাদ্দাদকে লিখা চিঠিতে বলেন, 'তোমার দ্বীনের ব্যাপারে কোন বিদআতীর কাছে পরামর্শ নিও না এবং তোমার সফরে তাকে সঙ্গী করো না।' *(আল-আদাবুশ শারই'য়্যাহ, ইবনে মুফলেহ ৩/৫৭৮)*

৭০। ইবনুল জাওযী বলেন, 'ওদের সংসর্গ থেকে সাবধান! শিশুদেরকেও ওদের সাথে মিশতে বাধা দেওয়া ওয়াজেব। যাতে তাদের মনে-মগজে বিদআত বদ্ধমূল না

হয়ে যায়। আর তাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস দিয়ে মশগুল করে রাখ, যাতে তা তাদের প্রকৃতিতে (দুধে-চিনির মত) মিশে যায়।' *(ঐ ৩/৫৭৭-৫৭৮)*

৭১। বার্বাহারী বলেন, 'কোন ব্যক্তির কাছে কোন প্রকার বিদআত প্রকাশ পেলে তুমি তার থেকে সাবধান থেকো। কেননা, সে যা প্রকাশ করে তা অপেক্ষা যা গোপন করে তা অনেক বেশী।' *(শারহুস্ সুন্নাহ, ইবনে মুফলেহ ১২৩পৃঃ, ১৪৮নং)*

৭২। তিনি আরো বলেন, 'বিদআতীরা হল বিছার মত। বিছা নিজের মাথা ও সারা দেহকে মাটিতে লুকিয়ে রাখে এবং কেবল হুলটিকে বের করে রাখে। অতঃপর যখনই সুযোগ পায়, তখনই হুল মারে। তদনুরূপ বিদআতী লোকেদের মাঝে গুপ্ত থাকে। কিন্তু যখন সুযোগ পায়, তখন নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করে ফেলে।' *(ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ২/৪৪)*

অনুরূপ এই অবস্থা 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'দের। তাঁরা বড় বড় পদে পৌঁছে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তখন তাঁদের বিরোধী আহলে সুন্নাহর সাথে অনেক অনেক দুর্ব্যবহার শুরু করলেন। (অবশ্য এ নীতি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই। প্রত্যেক দলই ক্ষমতায় আসার আগে নানা প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। অতঃপর না-এ নদী পার হয়ে মাঝিকে শালা বলে।)

(১০)
বিদআতীর সমালোচনা করা গীবত নয়

সলফে সালেহীনগণ বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করতে লোকদেরকে সতর্ক করতেন। নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নিয়ে অপরকে সাবধান করতেন। আর এরূপ করাকে তাঁরা গীবত মনে করতেন না।

৭৩। আবূ নুআইম বলেন, জুমআর দিন সওরী মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, হাসান বিন সালেহ বিন হাই (বিদআতী) নামায পড়ছে। তা দেখে তিনি বললেন,

'আমরা আল্লাহর কাছে মুনাফেকের বিনয়-নম্রতা থেকে আশ্রয় চাই।' অতঃপর তিনি তাঁর জুতা নিয়ে ফিরে গেলেন।

সওরী তাঁর ব্যাপারে বলেছেন যে, ও হল সেই ব্যক্তি, যে উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বৈধ মনে করে। (অর্থাৎ সে খারেজী।) *(আত্-তাহযীব ২/২৪৯, ৫১৬নং)*

৭৪। বিশ্র বিন হারেস বলেন, 'যায়েদাহ মসজিদে বসে লোকেদেরকে ইবনে হাই ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন, ওরা (মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে) বিদ্রোহকে বৈধ মনে করে।' *(ঐ)*

৭৫। আবূ সালেহ ফার্রা' বলেন, আমি ইউসুফ বিন আসবাতের নিকট অকী'র কিছু ফিতনার ব্যাপারে কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, 'ও তো ওর উস্তায (হাসান বিন হাই) এর মতই।' আমি বললাম, 'আপনি কি ভয় করেন না যে, এটা গীবত হবে?' তিনি বললেন, 'তা কেন হে আহমক? আমি লোকেদের জন্য তাদের মা-বাপ থেকেও উত্তম। আমি লোকেদেরকে নিষেধ করছি, যাতে তারা ওদের বিদআত মতে আমল না করে এবং তার পরিণামে তাদেরকে ওদের বোঝা বহন করতে না হয়। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রশংসা ও ভক্তিতে অতিরঞ্জন করবে, সে ওদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর হবে।' *(ঐ)*

৭৬। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, যে বলবে যে, 'আমার উচ্চারিত কুরআনের বাণী সৃষ্ট, তার এ কথা বড় নিকৃষ্ট। এ কথা হল জাহমিয়াদের।' আমি বললাম, 'কারাবীসী হুসাইন এ কথা বলে।' তিনি বললেন, 'ভুল বলে খবীস, আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুন!' আর তিনি বললেন, 'এ তো বিশ্র মারীসীরই স্থলাভিষিক্ত।' *(আসসুন্নাহ, আব্দুল্লাহ ১/১৬৫-১৬৬, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮নং)*

৭৭। আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমি আবূ সওর ইবরাহীম বিন খালেদ কালবীকে হুসাইন কারাবীসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি নোংরা কথায় তার কঠোর সমালোচনা করলেন।' *(ঐ)*

৭৮। আব্দুল্লাহ আরো বলেন, 'আমি হুসাইন কারাবীসী সম্পর্কে হাসান বিন মুহাম্মাদ যা'ফরানীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ঐ আবূ সওরের মত একই জবাব দিলেন।' *(ঐ)*

৭৯। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'বিশ্‌র মারীসী মারা গেছে। কিন্তু তার স্থান দখল করেছে হুসাইন কারাবীসী।' *(তারীখু বাগদাদ ৮/৬৬)*

৮০। মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন হারূন মাওসেলী বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বলকে কারাবীসীর 'আমার উচ্চারিত কুরআনের বাণী সৃষ্ট' -এই উক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'আবু আব্দুল্লাহ! খবরদার! এই কারাবীসী থেকে দূরে থাক। তার সঙ্গে কথা বলো না। বরং তার সঙ্গেও কথা বলো না যে তার সঙ্গে কথা বলে।' তিনি এইরূপ চার অথবা পাঁচবার বললেন। *(ঐ ৮/৬৫)*

৮১। উমার বিন খাত্তাবের কাছে খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তির কাছে সদ্য যুবকেরা জমায়েত হয়। তিনি তার কাছে ওঠা-বসা করতে নিষেধ করলেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি খারাপ লোকের সাথে ওঠা-বসা করে, তাহলে তার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সাবধান করতে হবে।' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৫/৪১৪)*

৮২। আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, আবূ কিলাবাহ আমাকে বললেন, 'বিদআতীদের কোন কথা শুনতে তোমার কানকে প্রস্তুত রেখো না। নচেৎ তাদের ইচ্ছামত কথা তারা তাতে প্রক্ষিপ্ত করে ফেলবে।' *(আল-লালকাঈ ১/১৩৪, ২৪৬নং, আল-ইবানাহ ২/৪৪৫, ৩৯৭নং)*

৮৩। উসমান বিন যায়েদাহ বলেন, সুফিয়ান আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৬৩, ৪৫২নং)*

৮৪। ফিরয়াবী বলেন, 'সুফিয়ান সওরী আমাকে অমুক বিদআতীর সংস্রবে যেতে নিষেধ করেছেন।' *(ঐ ৪৫৩নং)*

৮৫। ইবনুল মুবারক বলেন, 'খবরদার কোন বিদআতীর সাথে বসো না।' *(ঐ ৪৫৪নং)*

৮৬। মুকাতিল বিন মুহাম্মাদ বলেন, আব্দুর রহমান বিন মাহদী আমাকে বললেন, 'হে আবূল হাসান! ঐ বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না। ওরা তো

এমন বিষয়ে ফতোয়া দেয়, যে বিষয়ে ফতোয়া দিতে ফিরিশ্তারাও অক্ষম।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৬৩, ৪৫৬নং)*

৮৭। ফুযাইল বলেন, 'আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের দেখা পেয়েছি, যাঁরা সকলেই ছিলেন আহলে সুন্নাহ। তাঁরা বিদআতীদের কাছে যেতে নিষেধ করতেন।' *(আল-লালকাঈ ১/১৩৮, ২৬৭নং)*

৮৮। ইয়াহয়্যা বিন কাষীর বলেন, 'যদি কোন বিদআতীকে এক রাস্তায় আসতে দেখ, তাহলে তুমি অন্য রাস্তা ধর।' অনুরূপ বলেন ফুযাইল বিন ইয়াযও। *(আল-ই'তিসাম, শাত্বেবী ১/১৭২, (আল-ইবানাহ ২/৪৭৪, ৪৭৫পৃঃ, ৪৯০, ৪৯৩নং, ইবনে অযযাহ ৫৫পৃঃ, আশ-শারীআহ, আজুরী ৬৭পৃঃ, আল-লালকাঈ ১/১৩৭, ২৫৯নং)*

৮৯। আবূ কিলাবাহ বলেন, 'বিদআতীদের সংসর্গে ওঠা-বসা করো না এবং তাদের সাথে তর্ক-বাহাস করো না। কারণ, আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে নিজেদের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে ফেলবে। অথবা হক-বাতিলের এমন সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেবে যে, তোমরা টেরও পাবে না।' *(ইবনে অযযাহ ৫৫পৃঃ, আল-ই'তিসাম ১/১৭২, আল-লালকাঈ ১/১৩৪, ২৪৪নং, দারেমী ১/১২০, ৩৯১নং, আল-ইবানাহ ২/৪৩৭, ৩৬৯নং, আশ-শারীআহ ৬১পৃঃ)*

৯০। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'বিদআতীর সাথে বসো না। কারণ, আমার ভয় হয় যে, তোমার উপর অভিশাপ বর্ষণ হবে।' *(আল-লালকাঈ ১/১৩৭, ২৬২নং)*

৯১। তিনি আরো বলেন, 'বিদআতীদের কাছে যাওয়া থেকে সাবধান হও। কারণ, তারা হকের পথে বাধা সৃষ্টি করে।' *(ঐ ২৬১নং)*

৯২। হাসান বাসরী ও ইবনে সীরীন বলেন, (খেয়াল-খুশীর পূজারী) বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না, তাদের সাথে বিতর্ক (ও বাহাস-মুনাযারা) করো না এবং তাদের কাছ থেকে কিছু শোনো না।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৪৪, ৩৯৫নং, দারেমী ১/১২১, ৪০১নং)*

৯৩। ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, 'বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না। কারণ, আমার ভয় হয় যে, তোমাদের হৃদয় কুফরীর দিকে ফিরে যাবে।' *(ইবনে অযযাহ ৫৬পৃঃ, আল-ই'তিসাম ১/১৭২, আল-ইবানাহ ২/৪৩৯, ৩৭৪নং)*

৯৪। হাসান বাসরী বলেন, 'বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না। কারণ, তাদের সাথে ওঠা-বসা করায় অন্তরে রোগ সৃষ্টি হয়।' *(ইবনে অযযাহ ৫৪পৃঃ, আল-ইবানাহ ২/৪৩৮, ৩৭৩নং, অনুরূপ বলেছেন আব্দুল্লাহ মালাঈ ৩৭২নং, তদনুরূপ ইবনে আব্বাস ৩৭১নং)*

৯৫। মুজাহিদ বলেন, 'প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতীদের) সংসর্গে থেকো না। কারণ, তাদের কাছে চুলকানি ঘায়ের মত ঘা আছে।' (যা তোমাদের দেহেও সংক্রমণ করতে পারে।) *(আল-ইবানাহ ২/৪৪১, ৩৮২নং)*

৯৬। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বলেন, 'আল্লাহ মূসা বিন ইমরানের কাছে অহী করলেন যে, তুমি বিদআতীদের কাছে বসো না। নচেৎ তুমি তাদের কাছে এমন কথা শুনে নেবে, যা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। পথভ্রষ্ট করে তোমাকে দোযখে নিক্ষেপ করবে।' *(ইবনে অয্যাহ ৫৬পৃঃ)*

৯৭। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজ দ্বীনকে মর্যাদা দিতে চায়, সে যেন বিদআতীদের সংস্রব থেকে দূরে থাকে। কারণ, তাদের সংস্রব চুলকানি থেকেও অধিক সংক্রামক!' *(ঐ ৫৭পৃঃ)*

৯৮। হাসান বাসরী বলেন, 'কোন বিদআতীর কাছে বসো না। কারণ, সে তোমার হৃদয়ে এমন কিছু ভরে দেবে, যার অনুসরণ করে তুমি হালাক হয়ে যাবে। নতুবা তার বিরোধিতা করতে গিয়ে তোমার হৃদয় ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' *(ঐ ৫৭পৃঃ)*

৯৯। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'বিদআতীর কাছে থেকে তুমি তোমার দ্বীনকে নিরাপদ ভেবো না। তোমার কোন ব্যাপারে তার কাছে পরামর্শ চেয়ো না। তার পাশে বসো না। কারণ, যে ব্যক্তি বিদআতীর পাশে বসে, আল্লাহ তাকে অন্ধত্ব দেন।' *(আল-লালকাঈ ১/১৩৮, ২৬৪নং)*

১০০। ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, '(প্রবৃত্তিপূজারী) বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না। কারণ, তাদের সাথে ওঠা-বসা ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়, মুখশ্রী নষ্ট করে দেয় এবং মুমিনদের হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৩৯, ৩৭৫নং)*

১০১। আত্বা বলেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ মূসা ﷺ-কে অহী করে বলেন, 'তুমি প্রবৃত্তিপূজারীদের কাছে বসো না। কারণ, তারা তোমার হৃদয়ে এমন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার মধ্যে ছিল না।' *(ঐ ২/৪৩৩, ৩৫৮নং)*

১০২। সালামাহ বিন আলকামাহ বলেন, 'মুহাম্মাদ বিন সীরীন প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতীদের) সাথে কথা বলতে ও বসতে নিষেধ করতেন।' *(ঐ ২/৫২২, ৬২৪নং)*

১০৩। আলী বিন আবূ খালেদ বলেন, আমি এক শায়খের সাথে আহমাদ বিন হাম্বলের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললাম, 'এই শায়খ আমার প্রতিবেশী। আমি এঁকে এক ব্যক্তির কাছে যেতে নিষেধ করলাম। এখন ইনি তার ব্যাপারে আপনার অভিমত শুনতে চান। বেঁটে হারেষ, অর্থাৎ হারেষ আল-মুহাসেবী। আপনি আমাকে তার সাথে বহু বৎসর যাবৎ দেখেছেন। আপনি আমাকে বলেছেন, "তার কাছে বসো না, তার সাথে কথাও বলো না।" সুতরাং আমি (তখন থেকে) এ যাবৎ তার সাথে কথা বলি না। কিন্তু এই শায়খ তার কাছে বসেন। আপনি এঁকে কি বলবেন?'

এ কথা বলার পর দেখলাম, আহমাদের রঙ লাল হয়ে গেল। তাঁর রগ ফুলে উঠল এবং চোখ দুটি ডাগর হয়ে গেল! আমি ইতিপূর্বে তাঁকে এ রকম কখনো দেখি নি। অতঃপর তিনি বিচলিত হয়ে বললেন, "ওর কথা? আল্লাহ তাকে এ করেছেন, ও করেছেন। এ কথা কেবল সেই জানে যে ওকে চেনে ও জানে। ওহ, ওহ, ওহ! ওকে যে চেনে ও জানে সে ছাড়া ওর ব্যাপার কেউ জানে না। মুগাযেলী, ইয়াকূব ও অমুক ওর কাছে বসেছে। ফলে ও তাদেরকে জাহমের মতে (জাহমী করে) গড়ে তুলেছে। ওরই কারণে তারা সর্বনাশগ্রস্ত হয়েছে।"

এরপর শায়খ তাঁকে বললেন, 'হে আবূ আব্দুল্লাহ! তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি শান্ত ও বিনয়ী। তিনি এই করেছেন তিনি ঐ করেছেন, বিভিন্ন (সুনামমূলক কীর্তি) কাহিনী রয়েছে তাঁর।'

এ কথা শুনে তিনি রেগে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, "ওর বিনয় ও নম্রতা তোমাকে যেন ধোকা না দেয়।" তিনি আরো বললেন, "তুমি ওর মাথা অবনত দেখে ধোকা খেয়ো না। ও লোকটি খারাপ লোক। ওকে যে চেনে সে ছাড়া আর কেউ জানে না। ওর সাথে কথা বলো না। ওর কোন মান নেই। যেই আল্লাহ রসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করবে, সে বিদআতী হলেও তুমি তার মজলিসে বসবে? না। তার কোন সম্মান নেই, কোন তা'যীম নেই।" আর বলতে থাকলেন, "এটাই তো, এটাই তো---।" *(ত্বাবাকাতুল হানাবেলাহ ১/২৩৩-২৩৪, ৩২৫নং)*

১০৪। আব্দুস বিন মালেক আত্তার কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল (রাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমাদের

নিকট সুন্নাহর মৌলনীতি হল--- (তন্মধ্যে একটি এই যে,) প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতীদের) সংসর্গ ত্যাগ করা।' *(ঐ ১/২৪১, ৩৩৮নং)*

১০৫। একদা কারাবীসী সম্বন্ধে ইমাম আহমাদ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, '(সে) বিদআতী।' *(তারীখু বাগদাদ ৮/৬৬)*

১০৬। ইয়াহয়া বিন মাঈনকে বলা হল যে, হুসাইন কারাবীসী আহমাদ বিন হাম্বলের সমালোচনা করে। তিনি বললেন, 'আর হুসাইন কারাবীসী কি? আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন। ওদের মতই মানুষ আসলে লোকেদের সমালোচনা করে। হুসাইনের পরাজয় হোক, জয় হোক আহমাদের।' *(ঐ ৮/৬৫)*

১০৭। তাঁকে আরো বলা হল যে, হুসাইন কারাবীসী আহমাদ বিন হাম্বলের বিরুদ্ধে বলে। তিনি বললেন, 'ঐ লোকটি চাবুক খাওয়ার যোগ্য।' *(ঐ ৮/৬৪)*

১০৮। ইউসুফ বিন আসবাত্ব বলেন, 'আমার আব্বা ক্বাদরী (তকদীর অস্বীকারকারী বিদআতী) ছিল, আর আমার মামারা ছিল রাফেযাহ (শিয়া)। আল্লাহ আমাকে সুফিয়ান দ্বারা বাঁচিয়ে নিয়েছেন।' *(আল-লালকাঈ ১/৬০, ৩২নং)*

(১১)
নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক বিদআতীর সাথে সলফের সম্পর্ক ছিন্ন, তাদের মজলিস ত্যাগ করা, তাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মনে বিরাগ সৃষ্টি করা এবং তাদের ও তাদের সাথে যারা চলে তাদের নিকট থেকে কিছু না শোনা

১০৯। ফারওয়াহ বিন ইয়াহয়া আব্দুল কারীম খুসাইফের সাথে ওঠা-বসা করত। এক সময় তাদের কাছে ইরাক থেকে সালেম আফত্বাস এসে ইরজা' (আমল মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয় এই বিশ্বাস) সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। তা শুনে তাদের

মজলিস থেকে সকলেই উঠে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, 'আর কখনো কখনো তাকে একাই বসে থাকতে দেখেছি, তার কাছে কেউ বসত না।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৫২, ৪১৮নং)*

১১০। এক ব্যক্তি ইবনে সীরীনকে বলল, 'অমুক আপনার কাছে আসতে চায়। অবশ্য সে কোন কথা বলবে না।' তিনি বললেন, 'না। সে আমার কাছে না আসুক। কারণ, আদম-সন্তানের মন দুর্বল। আর আমার ভয় হয় যে, আমি তার কাছে কোন এমন কথা শুনে নেব, যার ফলে আমার মন আর পূর্বের মত ফিরবে না।' *(ঐ ২/৪৪৬, ৩৯৯-৪০০-৪০১নং)*

১১১। মা'মর বলেন, 'ইবনে ত্বাউস বসে ছিলেন। ইতি অবসরে মু'তাযেলার একটি লোক এসে উপস্থিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এতে ইবনে ত্বাউস আঙ্গুল দিয়ে তাঁর উভয় কান বন্ধ করে নিলেন এবং তাঁর ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন, বেটা! কানে আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে ধর। ওর একটি কথাও শুনো না।' *(ঐ)*

১১২। আব্দুর রায্যাক বলেন, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া নামক মু'তাযেলা ফির্কার একটি লোক আমাকে বলল, 'দেখছি, আপনাদের নিকট মু'তাযেলা রয়েছে অনেক।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আর ওরা তো মনে করে তুমিও ওদের একজন।' বলল, আপনি আমার সাথে এই দোকানে একটু ঢুকবেন? আপনাকে কিছু কথা বলব।' আমি বললাম, 'না।' বলল, 'কেন?' বললাম, 'কারণ, মন দুর্বল জিনিস। আর দ্বীন তার নয়, যে কথায় জিতে যায়।' *(ইবনে অয্যাহ ৫৭পৃঃ)*

১১৩। ইবরাহীম নাখয়ী মুহাম্মাদ বিন সায়েবকে বললেন, 'তুমি যতক্ষণ ঐ মতাবলম্বী থাকবে, ততক্ষণ আমাদের নিকটবর্তী হয়ো না।' আর মুহাম্মাদ ছিল (বিদআতী) মুরজেয়ী। *(ঐ)*

১১৪। আবুল কাসেম নাস্র আবাযী বলেন, 'আমার কাছে খবর এসেছে যে, হারেস মুহাসেবী কিছু (বিদআতী) কথাবার্তা বললে আহমাদ বিন হাম্বল তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর ফলে সে আত্মগোপন করে। অতঃপর যখন সে মারা যায়, তখন মাত্র চারটি লোক তার জানাযা পড়ে।' *(আত্-তাহযীব ২/১১৭, তারীখু বাগদাদ ৮/২১৬)*

১১৫। মুহাসেবী ও তার বই-পুস্তক প্রসঙ্গে আবূ যুরআহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সাবধান! ঐ সকল বই-পুস্তক থেকে দূরে থেকো। ঐ সকল বই-

পুস্তক বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ। আর তুমি হাদীস ও আসার অবলম্বন কর। কারণ, তাতে যা আছে তা তোমাকে ঐ সকল বই-পুস্তক থেকে অমুখাপেক্ষী করবে।' তাঁকে বলা হল, 'কিন্তু ঐ সকল বই-পুস্তকে (বহু) উপদেশ আছে।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাবে যার জন্য উপদেশ নেই, তার জন্য তাতেও কোন উপদেশ নেই।' পুনরায় তিনি বললেন, 'মানুষ বিদআত গ্রহণে এত ত্বরান্বিত!' *(আত্‌-তাহযীব ২/ ১১৭, তারীখু বাগদাদ ৮/২১৫)*

১১৬। খতীব বাগদাদী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমাদ মুহাসেবীর কথা শুনে তাঁর কিছু সঙ্গীকে বললেন, 'প্রকৃতত্বে এই লোকটির কথার মত আর কারো কথা শুনি নি। তবে আমি তোমাদের জন্য তার সঙ্গী হওয়াকে বৈধ মনে করি না।' *(আত্‌-তাহযীব ২/ ১১৭)*

১১৭। দাঊদ আসবাহানী বাগদাদ এল। আহমাদ বিন হাম্বলের ছেলে সালেহ-এর সাথে তার ভালো পরিচয় ছিল। সে সালেহকে বলল, তিনি যেন নরমভাবে তাঁর আব্বার কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে নেন। সুতরাং সালেহ তাঁর আব্বার কাছে এলেন। তাঁকে বললেন, 'এক ব্যক্তি আপনার কাছে আসতে চায়।' তিনি বললেন, 'তার নাম কি?' বললেন, 'দাঊদ।' ইমাম বললেন, 'কোথাকার?' সালেহ বললেন, 'আসবাহানের।' তিনি বললেন, 'তার পেশা কি?'

সালেহ আব্বাকে তার বেশী পরিচয় দিতে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আবূ আব্দুল্লাহ তার খোঁজ নিতে নিতে পরিশেষে তার আসল পরিচয় বুঝতে পারলেন। তিনি ছেলেকে বললেন, 'এর ব্যাপারে মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া নিসাপুরী আমাকে চিঠিতে লিখেছেন যে, সে মনে করে কুরআন সৃষ্টি। অতএব সে যেন আমার কাছ না ঘেঁসে।' সালেহ বললেন, 'আব্বা! সে এ বিশ্বাস থেকে বিরত হবে এবং সে কথা অস্বীকার করবে।' আবূ আব্দুল্লাহ বললেন, 'মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া ওর চেয়ে বেশী সত্যবাদী। আমার কাছে আসতে ওকে অনুমতি দেবে না।' *(তারীখু বাগদাদ ৮/৩৭৩-৩৭৪, সিয়ারু আ'লামুন নুবালা' ১৩/৯৯)*

১১৮। আব্দুল্লাহ বিন উমার সারখাসী বলেন, আমি একদা কোন এক বিদআতীর কাছে কোন খাবার খেয়েছিলাম। একথা ইবনুল মুবারকের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেছেন, 'আমি তার সাথে ৩০ দিন কথা বলব না!' *(আল-লালকাঈ ১/১৩৯, ২৭৪নং)*

১১৯। ফিরয়াবী বলেন, 'সুফিয়ান সওরী আমাকে অমুক বিদআতীর সাথে ওঠা-বসা করতে নিষেধ করতেন।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৬৩, ৪৫৬নং)*

১২০। ইবনে সীরীনের নিকট দুই প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী) ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে বলল, 'হে আবূ বাক্র! আমরা আপনার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব?' তিনি বললেন, 'না।' তারা বলল, 'তাহলে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত পড়ে শুনাই?' তিনি বললেন, 'না। তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও, নচেৎ আমিই এখান থেকে উঠে যাব।' অবশেষে তারা দু'জনে সেখান হতে বের হয়ে গেল। উপস্থিত লোকেদের মধ্যে কেউ বলল, 'হে আবূ বাক্র! ওরা আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে একটি আয়াত পাঠ করে শুনালে আপনার ক্ষতি কি ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ভয় করলাম যে, ওরা হয়তো বা কোন আয়াত হেরফের (বিকৃত) করে পড়বে, আর তা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।' *(দারেমী ১/১২০, ৩৯৭নং)*

১২১। সাল্লাম বলেন, এক বিদআতী আইয়ুবকে বলল, 'আমি আপনাকে একটি শব্দ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই।' আইয়ুব পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'না। অর্ধেক শব্দও নয়। আধা শব্দও নয়।' আর এর সাথে তিনি নিজের আঙ্গুল দিয়ে ইশারাও করছিলেন। *(আল-ইবানাহ ২/৪৪৭, ৪০২নং, আল-লালকাঈ ১/১৪৩, ২৯১নং, আস্-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ ১/১৩৮, ১০১নং, দারেমী ১/১২১, ৩৯৮-নং)*

১২২। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'খবরদার! তার সাথে বসো না, যে তোমার হৃদয়-মনকে বিকৃত করে দেবে। আর কোন প্রবৃত্তিপূজকের সাথেও বসো না। কারণ, আমার ভয় হয় যে, আল্লাহ তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৬২, ৪৫১নং)*

১২৩। ইসমাঈল তূসী বলেন, আমাকে ইবনুল মুবারক বললেন, 'তোমার ওঠা-বসা যেন গরীব-মিসকীনদের সাথে হয়। আর খবরদার কোন বিদআতীর সাথে যেন ওঠা-বসা করো না।' *(ঐ ২/৪৬৩, ৪৫২নং)*

১২৪। নাফে' কর্তৃক বর্ণিত, সাবীগ ইরাকী মিসর আসা পর্যন্ত মুসলিমদের সৈন্যদলে কুরআনের বহু বিষয় নিয়ে (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে লাগল। এ ব্যাপার জেনে আম্র বিন আস তাকে (বন্দীরূপে) উমার বিন খাত্তাবের নিকট (মদীনায়) পাঠালেন। দূত তাঁকে চিঠি সমর্পণ করলে তিনি তা পাঠ করে বললেন, 'কোথায় সে ব্যক্তি?' দূত বলল, 'সওয়ারীতে।' উমার তাকে বললেন, 'দেখ, সে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার কাছে কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।' দূত তাকে তাঁর নিকট হাজির করল। উমার সাবীগের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বিদআতী প্রশ্ন কর?' অতঃপর তিনি কাঁচা খেজুর ডাল আনতে আদেশ করলেন। তা দিয়ে তিনি তাকে মারতে শুরু করলেন। মারতে মারতে তার পিঠকে একটি রুটির মত করে ছাড়লেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন। (এবং জেলে বন্দী রাখলেন।) পুনরায় যখন তার পিঠের ঘা শুকিয়ে গেল, তখন আবার তাকে ডালের বাড়ি দিলেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন। (এবং জেলে বন্দী রাখলেন।) পুনরায় যখন তার পিঠের ঘা শুকিয়ে গেল, তখন আবার তাকে মারার জন্য ডেকে আনতে বললেন। সাবীগ তাঁকে বলল, 'আপনি যদি আমাকে হত্যা করতে চান, তাহলে ভালোরূপে হত্যাই করে ফেলুন। আর যদি আপনি আমার চিকিৎসাই করতে চান, তাহলে আল্লাহর কসম আমি ভালো হয়ে গেছি।' অতঃপর উমার তাকে নিজ দেশে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। আর আবূ মূসা আশআরীকে চিঠি লিখলেন যে, মুসলিমদের কেউ যেন তার সাথে ওঠা-বসা না করে। কিন্তু এই পরিস্থিতি লোকটির জন্য বড় কঠিন হয়ে উঠল। এরপর আবূ মূসা উমার বিন খাত্তাবকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তার অবস্থা এখন ভালো হয়েছে। এর উত্তরে উমার লিখলেন যে, সুতরাং লোকেদেরকে তার সাথে ওঠা-বসা করতে অনুমতি দিয়ে দাও। *(দারেমী ১/৬৭, ১৪৮-নং, আলহুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/১৯৪, ইবনে অয্যাহ ৬৩পৃঃ)*

১২৫। সলফদের একজন বলেন, 'একদা আমি (বিদআতী) আম্র বিন উবাইদের সঙ্গে পথ চলছিলাম। এই সময় ইবনে আওন আমাকে দেখে ফেলেন এবং তার জন্য দুই মাস আমার প্রতি বৈমুখ থাকেন।' *(ইবনে অয্যাহ ৫৮-পৃঃ)*

(১২)
দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক বা বাহাস-মুনাযারার নিন্দাবাদ

১২৬। আবূল হারেষ বলেন, আর আমি আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ) কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন কোন ব্যক্তিকে দেখবে, সে ইলমে কালাম (মান্তেক, লজিক বা তর্কশাস্ত্র) পছন্দ করে, তখন তুমি তার থেকে সাবধান থেকো।'

আবূ ইমরান আসবাহানীর নিকট থেকে আমি খবর পেয়েছি, তিনি বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে বলতে শুনেছি, 'তুমি কালাম (মান্তেক) পছন্দ করে এমন লোকের কাছে বসো না; যদিও সে (তার মান্তেক) দ্বারা সুন্নাহর পক্ষপাতিত্ব করে সুন্নাহ- বিরোধীর প্রতিবাদ করে। কারণ, তার পরিণাম মোটেই ভালো নয়।'

এখন যদি কেউ বলেন যে, আপনি আমাদেরকে (দ্বীনের ব্যাপারে) তর্ক-বিতর্ক ও বাহাস-মুনাযারাহ করতে সাবধান করলেন এবং জানতে পারলাম যে, এটাই হল হক। এটাই হল উলামাগণের চলার পথ, সাহাবা, মুমিনদের জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ বিদ্বানদের নীতি। কিন্তু যদি আমার কাছে কোন ব্যক্তি এসে প্রকাশিত প্রবৃত্তিজাত বিদআত ও ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন খারাপ ফির্কা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং আমাকে এমন বাক্য দ্বারা সম্বোধন করে যার জবাব সে আমার কাছে পেতে চায়। আর আমি তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁদেরকে মহান আল্লাহ সে কথার ইল্ম এবং দস্তুরমত জবাব দেওয়ার মত প্রভাবশালী প্রতিভা দান করেছেন। তাহলেও কি আমি বিদআতীকে যা মন তাই বলতে ছেড়ে দেব এবং তার কোন কথার জবাব দেব না? তাকে তার খেয়াল-খুশী মত বিচরণ করতে এবং তার বিদআত প্রচার করতে কোন বাধা দেব না? তার গর্হিত কথার কোন প্রতিবাদ করব না?

আমি তাকে বলব যে, জেনে রাখুন ভাইজান! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। যে সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত প্রকার বিদআতে জড়িত হয়ে পড়ে, তারা তিনের মধ্যে এক অবশ্যই হবে ঃ-

হয়তো সে এমন লোক হবে, যার তরীকা ভালো, মযহাব উত্তম, যে শান্তি পছন্দ করে এবং যে সরল পথে স্থির থাকতে চেষ্টা করে বলে জানেন। কিন্তু তার কর্ণকুহরে তাদের কথা গুঞ্জরিত হয়েছে, যাদের হৃদয়ে শয়তানের বাসা আছে এবং তার ফলে

তারা তাদের জিভে নানাবিধ কুফরী কথা বলে থাকে। আর সে ঐ জড়িয়ে পড়া বিদআতের গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ জানে না। তখন তার প্রশ্ন হয় জানার জন্য, পথ পাওয়ার জন্য। যে প্যাঁচে সে পড়েছে সে প্যাঁচ থেকে বের হওয়ার পথ অনুসন্ধান করে এবং যে রোগে সে ক্লিষ্ট হয়েছে সেই রোগ থেকে আরোগ্য লাভের ওষুধ খোঁজ করে। পরন্তু আপনি তার আনুগত্যের কথা অনুভব করেন এবং তার বিরোধিতা করা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, তাহলে এই হল সেই ব্যক্তি যাকে বাধা দেওয়া এবং শয়তানের চক্রান্ত-রশি থেকে বাঁচিয়ে সুপথ প্রদর্শন আপনার জন্য ফরয। আর আপনি যার মাধ্যমে তাকে পথ দেখাবেন ও জ্ঞানদান করবেন তা যেন কিতাব ও সুন্নাহ হয় এবং সাহাবা ও তাবেঈন তথা মুসলিম উম্মাহর সহীহ আসার হয়। তবে সে পথ প্রদর্শন যেন হিকমত ও সদুপদেশের সাথে হয়।

যে বিষয় আপনি জানেন না, সে বিষয়ে তাকাল্লুফ (কষ্টকল্পনা) করা থেকে, কোন রায় নিজের তরফ থেকে ব্যক্ত করা থেকে এবং অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করা থেকে দূরে থাকুন। কারণ এরূপ করা আপনার কর্মে বিদআত বলে পরিগণিত। আর যদি আপনি উক্ত কর্মের মাধ্যমে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন যে, হকের পথ ব্যতিরেকে হক প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হল বাতিল এবং সুন্নাহর তরীকা ছাড়া সুন্নাহর কথা বলা হল বিদআহ। আর নিজেকে রোগাক্রান্ত করে আপনি আপনার সঙ্গীর আরোগ্য অন্বেষণ করবেন না এবং নিজেকে খারাপ করে তাকে ভালো করার চেষ্টাও নয়। কারণ, যে নিজেকে ধোকা দেয়, সে অপরের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না এবং যার মধ্যে নিজের জন্য কোন মঙ্গল নেই, তার মধ্যে অপরের জন্যও কোন মঙ্গল থাকতে পারে না।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তাওফীক দান করেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তাকে সাহায্য ও মদদ করে থাকেন।' *(আল-ইবানাহ ২/৫৪০-৫৪১, ৬৭৯নং)*

১২৭। আবূ আলী হাম্বল বিন ইসহাক বিন হাম্বল বলেন, একদা এক ব্যক্তি চিঠি দ্বারা আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদের) নিকট অনুমতি চাইল যে, সে একটি বই

লিখবে যার মধ্যে বিদআতীদের বিরুদ্ধে বিশদভাবে প্রতিবাদ জানাবে এবং তাদের উত্থাপিত নানা কাঠ হুজ্জতির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। আর মান্তেকীদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে মুনাযারা করবে এবং তাদের সামনে হুজ্জত উপস্থাপন করে বিজয় লাভের চেষ্টা করবে।

আবূ আব্দুল্লাহ জবাবে তাকে লিখলেন,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহ তোমার পরিণাম শুভ করুন এবং সর্বপ্রকার অপ্রিয় জিনিস ও বিপদ-আপদকে তোমার জীবন থেকে দূর করুন।

যা আমরা শুনতাম এবং যে সকল আহলে ইল্মদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের নিকট হতে আমরা যা উপলব্ধি করেছি তা এই যে, তাঁরা হৃদয়ে জং পড়া (বিদআতী) মানুষদের সাথে কথা বলা ও বসাকে অপছন্দ করতেন। আসল মঙ্গল রয়েছে মান্য করার মাধ্যমে এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ এর সুন্নাহর একনিষ্ঠভাবে অনুসরণের মাধ্যমে; জং ধরা মনের মানুষ বিদআতীদের সাথে বসে তাদের সাথে বাদ-প্রতিবাদ করার মাধ্যমে নয়। কারণ, তারা তোমার হৃদয়ে তালগোল পাকিয়ে দেবে অথচ তারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করবে না। সুতরাং - ইনশাআল্লাহ - তাদের মজলিস বর্জন করা এবং তাদের সাথে তাদের বিদআত ও গোমরাহী নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা বর্জন করাতেই শান্তি ও নিরাপত্তা আছে।

অতএব মানুষকে ভয় করা উচিত এবং যে জিনিসে আগামীকাল তার উপকার হবে সেই জিনিস তথা নিজের জন্য নেক আমল পাথেয় সংগ্রহ করাতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। আর সেই বিদআতীর মত হওয়া উচিত নয়, যে (দ্বীনে) নতুন কর্ম বা পন্থা আবিষ্কার করে। অতঃপর যখন সেই নতুন কর্ম (বিদআত) তার নিকট থেকে প্রকাশ পায়, তখন সে তার দলীল অন্বেষণ করতে চেয়ে নিজেকে এমন বিষয়ে কল্পনাবিহার করতে সচেষ্ট করে যা অসম্ভব। ফলে ঐ প্রকাশ পাওয়া বিদআতের প্রমাণে হক অথবা বাতিল দলীল সন্ধান করতে থাকে; যার দ্বারা সে তার উদ্ভাবিত বিদআতকে সুশোভিত করে তোলে। এর চাইতে অধিক কঠিন সমস্যা হয় তখন, যখন সে তা কোন বই আকারে লিপিবদ্ধ করে থাকে; যার ফলে মানুষ তার সেই

বিদআত গ্রহণ ও প্রচার করে থাকে। বলা বাহুল্য, সে তা হক ও বাতিল দ্বারা সুশোভিত করতে চায়। যদিও অন্যান্য বিষয়ে হক তার নিকট স্পষ্ট।

অতএব আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের জন্য এবং তোমার জন্যও তাওফীক প্রার্থনা করি। অস্-সালামু আলাইক। *(আল-ইবানাহ ২/৪৭১-৪৭২, ৪৮১নং)*

১২৮। ইয়াহয়া বিন সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত, উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে বিতর্কের সম্মুখীন করে, সেই বেশী বেশী নিজের দ্বীন পাল্টায়।' *(আশ্-শারীআহ ৬২ পৃঃ, দারেমী ১/১০২, ৩০৪নং)*

১২৯। আব্দুস সামাদ বিন মা'কাল বলেন, আমি অহাবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমার দ্বীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাক। কারণ, তুমি দুয়ের মধ্যে একজনকেও হারাতে পারবে না; প্রথম হল সেই ব্যক্তি যে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সুতরাং তোমার চাইতে যে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বড় তার সাথে কিভাবে তর্ক-বিতর্ক করবে?

দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি যার থেকে তুমি অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সুতরাং তোমার চাইতে যে জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ছোট তার সাথে কিভাবে তর্ক-বিতর্ক করবে? অথচ কেউই তোমার কথা মেনে নেবে না। অতএব এ কাজ তুমি বিলকুল বর্জন কর।' *(আশ্-শারীআহ ৬৪ পৃঃ)*

১৩০। মা'ন বিন ঈসা বলেন, একদিন মালেক বিন আনাস রাহিমাহুল্লাহ আমার হাতের উপর ভর করে মসজিদ থেকে বের হলেন। এমন সময় আবুল হাওরিয়াহ নামক এক ব্যক্তি তাঁর পিছন ধরল। ঐ লোকটি 'ইরজা' আকীদায় অভিযুক্ত ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা! আমার কাছ থেকে কিছু শুনুন। আমি আপনার সাথে কথা বলব। আপনার সাথে দলীল সহ বিতর্ক করব এবং আমার রায় আপনাকে জানিয়ে দেব।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাতে যদি তুমি আমাকে হারিয়ে দাও তাহলে?' সে বলল, 'তাহলে আপনি আমার অভিমত মেনে নেবেন।' ইমাম মালেক বললেন, 'তারপর যদি অন্য কেউ এসে আমাদের সাথে বিতর্ক করে আমাদেরকে হারিয়ে ফেলে তাহলে কি হবে?' সে বলল, 'তাহলে আমরা তার অভিমতকে মেনে নেব।' প্রত্যুত্তরে ইমাম রাহিমাহুল্লাহু তাআলা বললেন, 'ওহে

আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ মুহাম্মাদ ﷺ-কে একই দ্বীন দিয়ে প্রেরিত করেছেন। অতএব তুমি এক দ্বীন থেকে অন্য দ্বীনে স্থানান্তরিত হবে কেন?' *(আশ-শারীআহ ৬২পৃঃ)*

১৩১। আবূ বাক্র আজুরী বলেন, যদি কেউ বলে, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ ইল্ম দান করেন এবং তার কাছে কোন ব্যক্তি এসে দ্বীনী কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তার সাথে হুজ্জত ও বিতর্ক করে, তাহলে আপনি কি তার জন্য ঐ জিজ্ঞাসকের সাথে মুনাযারা করে তার উপর হুজ্জত কায়েম করা এবং তার উক্তির খন্ডন করে তাকে হারিয়ে দেওয়া কি বৈধ মনে করেন?'

তাকে বলা হবে যে, 'এটাই তো আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারেই আমাদের পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ আমাদেরকে সাবধান করেছেন।'

কিন্তু সে যদি বলে, 'তাহলে আমরা কি করব?'

তাহলে তাকে বলা হবে যে, 'সে যদি তোমাকে মুনাযারা বা তর্ক করে নয় বরং জানার জন্য কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাকে কিতাব ও সুন্নাহ, সাহাবাগণ ও মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের উক্তির ইল্ম দ্বারা যথাসাধ্য স্পষ্টভাবে বয়ান করে তাকে সঠিক পথ দেখাও। পক্ষান্তরে সে যদি তোমার সাথে মুনাযারা ও বিতর্ক করতে চায়, তাহলে তার সাথে পাল্লা দেওয়াকে উলামাগণ তোমার জন্য অপছন্দ করেছেন। সুতরাং তুমি তার সাথে মুনাযারা বা তর্ক করবে না। বরং তোমার দ্বীনের ব্যাপারে সে ব্যক্তি থেকে সাবধান থেকো।

তার পরেও যদি সে বলে, 'আমরা তাদেরকে বাতিল কথা বলতে ছেড়ে দেব, আর তাদের কোন প্রতিবাদ না করে চুপ থাকব?'

তাহলে তাকে বলা হবে যে, 'তাদের সাথে মুনাযারা করার চাইতে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকা এবং তারা যা বলে তা বর্জন করে চলাটাই তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক হবে। পূর্ববর্তী সলফে সালেহ মুসলিম উম্মাহর উলামাগণ এরূপই বলে গেছেন।' *(ঐ ৬৫পৃঃ)*

(১৩)
বিদআতীকে ঘৃণা করা এবং তাকে সম্মান না দেওয়া

১৩২। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর তা'যীম করে, সে আসলে ইসলাম ধ্বংস হওয়াতে সহযোগিতা করে। যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে দেখে খুশীতে মুচকি হাসে, আসলে সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ (কুরআন)কে তুচ্ছ মনে করে। যে ব্যক্তি তার স্নেহপুত্তলি কন্যার বিবাহ কোন বিদআতীর সাথে দেয়, সে আসলে তার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করে। আর যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর জানাযায় শরীক হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধভাজন থাকে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি কোন ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টানের সাথে খাব, তবুও কোন বিদআতীদের সাথে খাব না।' *(শারহুস্ সুন্নাহ, বার্বাহারী ৩৯নং)*

(১৪)
বিদআতীদের বা বিদআতের চমৎকার নামে ধোকা খাওয়া উচিত নয়, যদিও বা তারা নবী ﷺ-এর হাদীস বয়ান করে এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ও ওয়ায করে

১৩৩। ইসমাঈল বিন ইসহাক সিরাজ বলেন, একদিন আহমাদ বিন হাম্বল আমাকে বললেন, 'আমার কাছে খবর পৌঁছাচ্ছে যে, এই হারেষ - অর্থাৎ মুহাসেবী তোমার কাছে বেশী বেশী থাকছে। সুতরাং তুমি যদি ওকে তোমার বাড়িতে হাজির কর এবং আমাকে এমন জায়গায় বসতে দাও, যাতে সে আমাকে দেখতে না পায়, তাহলে আমি তার কথা শুনতে পাই।' আমি বললাম, 'আপনার কথা শুনলাম ও মান্য করলাম, হে আবূ আব্দুল্লাহ!' আর আবূ আব্দুল্লাহর তরফ থেকে এ প্রস্তাবে

আমি বড় খুশী হলাম। সুতরাং আমি হারেষের কাছে এসে তাকে আজকের রাতেই আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হতে আবেদন জানালাম। আর বললাম, 'তুমি তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকেও তোমার সাথে আসতে বলো।' কিন্তু সে বলল, 'হে ইসমাঈল! তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। অতএব তেল ও খেজুর ছাড়া বেশী কিছু করো না। তবে তেল ও খেজুর যত পার বেশী তৈরী রাখতে পার।'

তার আদেশ মত আমি সব প্রস্তুত রাখলাম এবং আবূ আব্দুল্লাহর নিকট গিয়ে তাঁকে এ কথা জানালাম। সুতরাং তিনি মাগরেব পরেই এসে উপস্থিত হলেন এবং ঘরের কোটায় একটি কামরায় গিয়ে বসলেন। তাতে তিনি তাঁর অযীফা পাঠ করে শেষ করলেন।

এদিকে যথা সময়ে হারেষ তার সাঙ্গপাঙ্গ সহ এসে উপস্থিত হল। তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে এশার নামাযের জন্য উঠল। তারপর তারা আর কোন নামায না পড়ে হারেষের সামনে চুপচাপ বসে গেল। কেউ তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক রাত পর্যন্ত কোন কথাই বলল না। অতঃপর ওদের মধ্যে একজন কথা বলা শুরু করল। সে হারেষকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। হারেষ কথা বলতে শুরু করল। আর তার সঙ্গীরা মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। তারা এমন স্থির, মনোযোগী ও নীরব ছিল যে, তাতে মনে হচ্ছিল যেন তাদের মাথার উপরে পাখী বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ (তার কথা শুনে) কাঁদছিল। কেউ বা ভয়ে চিৎকার করে উঠছিল। আর সে কথা বলেই যাচ্ছিল। আমি এই সময় আবূ আব্দুল্লাহর অবস্থা জানার জন্য কোটায় উঠলাম। দেখলাম, তিনিও কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে গেছেন! আমি তাদের নিকট ফিরে এলাম। আর এই অবস্থায় ফজর হয়ে গেল। এরপর তারা উঠে নিজের নিজের বাসায় ফিরে গেল। আমি পুনরায় কোটায় আবূ আব্দুল্লাহর নিকট উঠে গেলাম। তখন তাঁর অবস্থা পাল্টে গেছে। আমি বললাম, 'ওদেরকে কেমন দেখলেন হে আবু আব্দুল্লাহ!' তিনি বললেন, 'আমার জানা মতে ঐ সম্প্রদায়ের মত আর অন্য কাউকে দেখিনি। আর প্রকৃতত্ব বিদ্যায় ঐ ব্যক্তির মত অন্য কারো কথা শুনিনি। কিন্তু তুমি যেভাবে ওদের অবস্থা বর্ণনা করলে, তাতে আমি তোমার

জন্য তাদের সাহচর্য বৈধ মনে করি না।' অতঃপর তিনি উঠে বের হয়ে গেলেন। *(তারীখু বাগদাদ ৮/২১৪-২১৫)*

(বলা বাহুল্য, বক্তা তাঁর মন মুগ্ধকারী ও হৃদয়গ্রাহী কথায় শ্রোতাকে নিমেষে হাসাতে-কাঁদাতে পারলেও যদি তিনি বিদআতী হন, তাহলে তাঁর বক্তৃতা শোনা এবং তাঁর জালসা ও দর্সে উপস্থিত হওয়া বৈধ নয়। -অনুবাদক)

(১৫)

বিদআতী ফাসেক অপেক্ষা নিকৃষ্টতর (1)

১৩৪। আবূ মূসা বলেন, 'আমার হৃদয়কে ব্যাধিগ্রস্তকারী কোন বিদআতীর প্রতিবেশী হওয়া থেকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা বানর-শুয়োর আমার প্রতিবেশী হওয়া আমার কাছে অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৬৮, ৪৬৯নং)*

১৩৫। ইউনুস বিন উবাইদ একদা তাঁর ছেলেকে বলেন, 'আমি তোমাকে ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান করা হতে নিষেধ করছি। কিন্তু আমর বিন উবাইদ ও তার সাথীদের (বিদআতী) রায় নিয়ে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সাথে সাক্ষাৎ করার চাইতে ঐ সকল পাপ নিয়ে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(ঐ ২/৪৬৬, ৪৬৪নং)*

---

(1) এর কারণ এই যে, বিদআতী বিদআত করে এবং সে কাজকে সে দ্বীন মনে করে। ফলে তা ত্যাগ করা বা তা থেকে তওবা করার সে মোটেই তওফীক লাভ করে না। পক্ষান্তরে ফাসেক যে পাপ করে, সে পাপ মনে করেই করে। ফলে কোন একদিন সে তওবা করার তওফীক লাভ করে। আর এজন্যই ইবলীসের কাছে ফাসেকের চেয়ে বিদআতীই অধিক প্রিয়তম। তাছাড়া সাধারণ পাপের চেয়ে বিদআতের অনিষ্টকারিতা অনেক বেশী। পাপকে পাপ বলে চেনা যায়। কিন্তু বিদআতকে বিদআত বলে চেনা সহজ নয়। কারণ তা দ্বীন মনে করেই প্রচার ও গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য, ফাসেকের পাপকর্মে প্রভাবান্বিত হওয়া থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু বিদআতীর বিদআত থেকে বাঁচা আদৌ সম্ভব নয়। পরন্তু এখানে বিদআতী বলতে সেই বিদআতের বিদআতী, যে বিদআত করলে মুসলিম কাফের হয়ে যায়। -অনুবাদক

১৩৬। আবুল জাওযা' বলেন, 'কোন প্রবৃত্তিপূজক বিদআতী আমার প্রতিবেশী হওয়ার চাইতে একই বাড়িতে বানর-শুয়োর প্রতিবেশী হওয়া আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়। তারা তো এই আয়াতের আওতাভুক্ত; মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

অর্থাৎ, তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন নির্জন হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুল কামড়ায়। তুমি বল, তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও। নিশ্চয় অন্তরের খবর সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আলি ইমরান ১১৯ আয়াত, আল-ইবানাহ ২/৪৬৭, ৪৬৬ ও ৪৬৭নং)*

১৩৭। আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর ছেলে ঈসার জন্য বলেন, 'আল্লাহর কসম! ঈসাকে তর্কপ্রিয় বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করতে দেখার চেয়ে তাকে বায়েন, মাতাল ও ফাসেকদলের সাথে ওঠা-বসা করতে দেখা আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(আল-বিদাউ অন্-নাহয়ু আনহা, ইবনে অয্যাহ ৫৬পৃঃ)*

১৩৮। ইয়াহয়া বিন উবাইদ বলেন, মু'তাজেলার এক ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এল। আমি উঠে গেলাম। বললাম, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও, নচেৎ আমিই চলে যাব। তোমার সাথে পথ চলার চাইতে কোন খ্রিষ্টানের সাথে পথ চলা আমার নিকট তুলনামূলক অধিক পছন্দনীয়।' *(ঐ ৫৯পৃঃ)*

১৩৯। আরাত্বাআহ বিন মুনযির বলেন, 'আমার ছেলে প্রবৃত্তিপূজক (বিদআতী) হওয়ার চাইতে কোন ফাসেক হওয়া অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(আশ্-শারহু অল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ১৩২পৃঃ, ৮৭নং)*

১৪০। সাঈদ বিন জুবাইর বলেন, 'আমার ছেলের কোন বিদআতী আবেদকে সাথী করার চাইতে কোন ফাসেক ও বদমাশ সুন্নীকে সাথী করা আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়।' *(ঐ ৮৯নং)*

১৪১। মালেক বিন মিগওয়ালকে বলা হল, 'আপনার ছেলেকে দেখলাম, সে পাখী নিয়ে খেলা করছে।' উত্তরে তিনি বললেন, 'ভালো হয়, যদি তা কোন বিদআতীর সংসর্গ থেকে তাকে মশগুল করে রাখে।' *(ঐ ১৩৩পৃঃ, ৯০নং)*

১৪২। বার্বাহারী বলেন, 'যদি তুমি আহলে সুন্নাহর কোন ব্যক্তিকে দেখ, ইসলামী জীবন-পদ্ধতিতে সে নিকৃষ্ট, পাপাচার ফাসেক, গোনাহগার ও ভ্রষ্ট। কিন্তু (আকীদায়) সে আহলে সুন্নাহ। তাহলে (প্রয়োজনে) তার সঙ্গী হও, তার সাথে বস। কারণ, সে তার পাপ দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ, সে (নফল) ইবাদতে বড় যত্নবান, লেবাসে মিসকীন মিসকীন, ইবাদতে দগ্ধহাল, কিন্তু সে খেয়ালখুশীর পূজারী (বিদআতী)। তাহলে তুমি তার সাথে ওঠা-বসা করো না, তার কাছে বসো না, তার কথা শোনো না এবং তার সাথে পথও চলো না। নচেৎ, আমার ভয় হয় যে, তুমি তার তরীকা ও মতকে ভালো মনে করে বসবে। ফলে তুমিও তার সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।' *(শারহুস্ সুন্নাহ ১২৪পৃঃ, ১৪৯নং)*

১৪৩। আবূ হাতেম বলেন, আমি আহমাদ বিন সিনানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতিবেশী কোন বিদআতী হওয়ার চাইতে কোন সেতারা-ওয়ালা হওয়া আমার নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী পছন্দনীয়। কারণ, সেতারা-ওয়ালাকে আমি বাধা দিতে পারব, তার সেতারা ভেঙ্গে দিতে পারব। কিন্তু বিদআতী লোককে নষ্ট করে, নষ্ট করে প্রতিবেশীর মানুষকে এবং (বিশেষ করে) তরুণদলকে।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৬৯, ৪৭৩নং)*

১৪৪। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'খেয়াল-খুশীর কোন বিদআত নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চাইতে শির্ক ছাড়া অন্য কোন গোনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করা বান্দার জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল।' *(শারহুস সুন্নাহ, বার্বাহারী ১২৪পৃঃ, আল-ই'তিক্বাদ, বাইহাক্বী ১৫৮পৃঃ)*

১৪৫। ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, 'আহলে সুন্নাহর কাবীরা গোনাহর গোনাগার ব্যক্তিদের কবর বাগিচা হবে। আর বিদআতী সংসার-বিরাগী আবেদদের কবর (দোযখের) একটি খাদ। আহলে সুন্নাহর ফাসেকরাও আল্লাহর বন্ধু। কিন্তু আহলে বিদআহর সংসার-বিরাগী আবেদরা আল্লাহর শত্রু।' *(ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ১/১৮৪)*

(১৬)
কোন মানুষের প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা কখন বৈধ, কখন উত্তম এবং কখন ওয়াজেব?

১৪৬। হামদূন কাস্সারকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'লোকের সমালোচনা করা কখন বৈধ হয়?' তিনি বললেন, 'যখন ইলমে আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয আদায় কারো জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অথবা কোন বিদআতে পড়ে কারো হালাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় এবং এই আশা করা হয় যে, আল্লাহ তাকে তা থেকে নাজাত দেবেন।' *(আল-ই'তিসাম ১/১২৭)*

১৪৭। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, 'দ্বীনের বিশেষ ও সাধারণ স্বার্থে নসীহত ও হিতাকাঙ্ক্ষিতা যখন ওয়াজেব (তখন যার দ্বারা সেই স্বার্থ ব্যাহত হয়, তার সমালোচনা করে মানুষকে সাবধান করা জরুরী হয়।) যেমন সেই হাদীস বর্ণনাকারীর দল, যারা ভুল বর্ণনা করে অথবা মিথ্যা (বর্ণনা বানিয়ে) প্রচার করে (তাদের অবস্থা খুলে বলা আবশ্যিক)। ইয়াহয়া বিন সাঈদ বলেন, আমি মালেক, সওরী, লাইষ বিন সা'দ এবং (সম্ভবতঃ) আওযায়ীকেও সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, যে হাদীস (জাল করার) ব্যাপারে অভিযুক্ত অথবা যে হাদীস সঠিকভাবে মনে রাখে না। তাঁরা সকলেই বললেন, 'তার অবস্থা খুলে প্রচার কর।'

তাঁদের কেউ আহমদ বিন হাম্বলকে বললেন, 'অমুক এই, অমুক ঐ বলতে আমার পক্ষে ভারী মনে হয়।' তিনি বললেন, 'কিন্তু যদি তুমি চুপ থাক, আমিও চুপ থাকি, তাহলে অজ্ঞ মানুষ সহীহ-যয়ীফ কবে (ও কিভাবে) জানবে?'

তদনুরূপ বিদআতের ইমামদল, যাদের কিতাব ও সুন্নাহ-বিরোধী বহু উক্তি ও প্রবন্ধ রয়েছে এবং যারা এমন ইবাদত করে যা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত, তাদের প্রকৃত অবস্থা লোকদের জন্য খুলে বলা এবং উম্মাহকে সেই সকল ব্যক্তি থেকে সতর্ক ও সাবধান করা মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজেব। এমনকি একদা

আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'যে ব্যক্তি (নফল) নামায-রোযা ও ই'তিকাফ করে সেই ব্যক্তি আপনার নিকটে বেশী পছন্দনীয়, নাকি সেই ব্যক্তি যে বিদআতীদের সমালোচনা করে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি নামায-রোযা ও ই'তিকাফ করে, সে তো নিজের জন্য করে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদআতীদের সমালোচনা করে, সে আসলে মুসলিমদের (উপকারের) জন্য করে। এ লোকটাই বেশী ভালো।'

বলা বাহুল্য, তিনি পরিষ্কারভাবে এ কথা বললেন যে, বিদআতীদের সমালোচনা করার উপকারিতা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ব্যাপক; যা আল্লাহর পথে এক প্রকার জিহাদ। কেননা, আল্লাহর পথ, দ্বীন, বিধান ও শরীয়তকে নির্মল ও পবিত্র করা এবং তার প্রতি ঐ সকল বিদআতীদের অত্যাচার ও অতিরঞ্জনকে প্রতিহত করা ওয়াজেবে কিফায়াহ। আর এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম জাতি একমত। যদি আল্লাহ তাদের ঐ অনিষ্টকারিতাকে প্রতিহত করার জন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত না করতেন, তাহলে অবশ্যই দ্বীন বিকৃত ও ধ্বংস হয়ে যেত। পরন্তু শত্রুপক্ষের যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ দখল করার ক্ষতি অপেক্ষা দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাওয়া অধিক ক্ষতিকর। যেহেতু শত্রুপক্ষ দেশ দখল করলেও মন দখল করতে পারবে না, হৃদয় ও হৃদয়ের মাঝে যে দ্বীন আছে তা নষ্ট করতে সক্ষম হবে না। তবে যদি কেউ পরবর্তীতে নিজে থেকে খারাপ করে, তবে সে কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে ওরা শুরু থেকেই হৃদয় ধ্বংস করে থাকে। *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/২৩১-২৩২)*

(১৭)
সঙ্গীর অবস্থা দেখে সলফগণের ব্যক্তির মান নির্ণয়

১৪৮। আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, আল্লাহ সেই কবিকে ধ্বংস করেন, যে বলেছে,

অর্থাৎ, ব্যক্তিকে (জানার জন্য তার সম্পর্কে অন্য কাউকে) জিজ্ঞাসা করো না, বরং তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর। কারণ, প্রত্যেক সঙ্গী তার নিজ সঙ্গীর অনুসরণ করে থাকে।

(লেখক বলেন,) সম্ভবতঃ উক্ত কবিতা ছত্রে আবূ ক্বিলাবাহ বড় মুগ্ধ। আসলে ঐ কবিতা হল (বিদআতী) আদী বিন যায়দ আব্বাদীর।

আসমায়ী বলেন, 'এই আদীর কবিতার উক্ত ছত্র ছাড়া অন্য ছত্র সুন্নাহর অনুরূপ আমি দেখিনি।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৩৯)*

১৪৯। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" *(সহীহঃ দেখুন, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৯২৭নং)*

১৫০। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'লোক সকলকে তাদের সঙ্গী-সাথী দেখে (ভালো-মন্দ) গণ্য কর। যে মুসলিম, সে মুসলিমের অনুসরণ করে এবং যে ফাসেক, সে ফাসেকের অনুসরণ করে।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭৭, ৫০২নং, এই উক্তির প্রথমাংশ বাগবী শারহুস সুন্নাহ ১৩/৭০ তে উল্লেখ করেছেন)*

১৫১। তিনি আরো বলেন, 'আসলে মানুষ ঠিক তার সাথে চলাফেরা ও বন্ধুত্ব করে, যাকে সে পছন্দ করে এবং যে (আকৃতি ও প্রকৃতিতে) তারই অনুরূপ।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭৬, ৪৯৯নং)*

১৫২। তিনি আরো বলেন, 'লোক সকলকে তাদের সঙ্গী-সাথী দেখে (ভালো-মন্দ) গণ্য কর। কারণ, মানুষ তাকেই পছন্দ করে থাকে যে তাকে মুগ্ধ করে।' *(ঐ ২/৪৭৭, ৫০১নং)*

১৫৩। আবুদ দারদা ﷺ বলেন, 'মানুষের (সঠিকভাবে বাচ-বিচার করে) চলা-ফেরা, প্রবেশ-বাহির ও ওঠা-বসা করা তার জ্ঞান ও ফিকহের একটি অংশ।' *(ঐ ২/৪৬৪, ৪৫৯-৪৬০নং)*

১৫৪। ইয়াহয়া বিন আবী কাসীর বলেন, সুলাইমান বিন দাউদ عليه السلام বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির ব্যাপারে ততক্ষণ কোন মন্তব্য করো না, যতক্ষণ না দেখেছ যে, সে কার সাথে দোস্তী করেছে।' *(ঐ ২/৪৮০, ৫১৪নং)*

১৫৫। মূসা বিন উক্ববাহ সূরী বাগদাদ এল। এ খবর আহমাদ বিন হাম্বলকে বলা হলে তিনি বললেন, 'দেখ, ও কার বাড়িতে যাচ্ছে এবং কার কাছে আশ্রয় নিচ্ছে।' *(ঐ ২/৪৭৯-৪৮০, ৫১১নং)*

১৫৬। কাতাদাহ বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা দেখেছি যে, যে যেমন সে তেমন লোকেরই সাহচর্য গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে নেক বান্দাদেরই সাহচর্য গ্রহণ কর। সম্ভবতঃ তোমরা তাদের সাথী হবে অথবা তাঁদেরই মত হয়ে যাবে।' *(ঐ ২/৪৭৭, ৫০০নং)*

১৫৭। শো'বা বলেন, 'আমি আমার নিকট একটি লিখিত (নীতিকথা) এই পেয়েছি যে, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে ওঠা-বসা করে।' *(ঐ ২/৪৫২, ৪১৯-৪২০নং)*

১৫৮। আওযায়ী বলেন, 'যে আমাদের কাছে তার বিদআত গোপন করবে, তার ওঠা-বসা তো আর আমাদের অবিদিত থাকবে না।' *(ঐ ২/৪৭৬, ৪৯৮নং)*

১৫৯। আ'মাশ বলেন, 'মানুষের তিনটি জিনিস জানার পর আর তার সম্পর্কে সলফগণ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না; তার চলা-ফেরার (সাথী ও জায়গা), তার প্রবেশস্থল এবং তার সঙ্গী-সহচর।' *(ঐ ২/৪৭৮, ৫০৩নং)*

১৬০। আইয়ুব সাখতিয়ানীকে একটি লাশ গোসল দেওয়ার জন্য ডাকা হল। তিনি লোকেদের সহিত বের হলেন। অতঃপর লাশের চেহারার ঢাকা সরিয়ে তিনি মুর্দাকে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের লাশের দিকে অগ্রসর হও। (তোমাদের লাশ তোমরা নিজেরা দেখে নাও।) আমি তার গোসল দেব না। আমি তাকে বিদআতীর সাথে চলাফেরা করতে দেখেছি।' *(ঐ ২/৪৭৮, ৫০৩নং)*

১৬১। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, 'ভূমিকে তার নাম দ্বারা চিনো, আর বন্ধুকে তার বন্ধু দ্বারা চিনো।' *(ঐ ২/৪৭৯, ৫০৯-৫১০নং)*

১৬২। মুহাম্মাদ বিন উবাইদ গাল্লাবী বলেন, 'প্রবৃত্তিপূজক (বিদআতীরা) প্রীতি ও বন্ধুত্ব ছাড়া সব কিছুই গোপন করে।' *(ঐ ১/২০৫, ৪৪নং)*

১৬৩। মুআয বিন মুআয ইয়াহয়া বিন সাঈদকে বললেন, 'হে আবূ সাঈদ! যদিও কোন ব্যক্তি তার নিজের স্বতন্ত্র কোন রায়কে লোক সকল থেকে গোপন করে তবুও তা তার ছেলের কাছে গোপন থাকে না, গোপন থাকে না তার বন্ধুর কাছে, আর না তার ওঠা-বসার সাথীর কাছে।' *(ঐ ২/৪৮২, ৫১৮নং)*

১৬৪। আম্র বিন কাইস মুলাঈ বলেন, 'যদি কোন যুবককে দেখ যে, সে (তার যৌবনের) শুরু শুরু আহলে সুন্নাহ অলজামাআতের মতাদর্শে গড়ে উঠছে, তাহলে তার প্রতি (মঙ্গলের) আশা রাখ। নচেৎ যদি দেখ যে, সে (ঐ সময়) বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করছে, তাহলে তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাও। কারণ, যুবক (তার যৌবনের) শুরুতে যেভাবে গড়ে ওঠে সেভাবে সে বাকী জীবন অতিবাহিত করে থাকে।' *(ঐ)*

১৬৫। তিনি আরো বলেন, 'যুবক গড়ে উঠতে থাকে। সেই সময় যদি সে আহলে ইল্মদের মজলিস বেছে নেয়, তাহলে সে বেঁচে যায়। নচেৎ যদি অন্য কোন (বিদআতীর) মজলিসের প্রতি ঝুঁকে যায়, তাহলে সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।' *(ঐ)*

১৬৬। ইবনে আওন বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করে, সে ব্যক্তি আমাদের নিকট স্বয়ং বিদআতী থেকে বেশী খারাপ।' *(ঐ ২/২৭৩, ৪৮৬নং)*

১৬৭। ইয়াহয়া বিন সাঈদ কাত্তান বলেন, সুফিয়ান সওরী যখন বাসরায় এলেন, তখন তিনি রাবী' বিন সাবীহ ও মানুষের কাছে তার মর্যাদার ব্যাপার নিয়ে বিচার-বিবেক করতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার মযহাব কি?' লোকেরা বলল, 'সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু নয়।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার খাস অন্তরঙ্গ লোক কারা?' লোকেরা বলল, 'ক্বাদারীরা।' [2] তিনি বললেন, 'তাহলে সে ক্বাদারী।' *(ঐ ২/৪৫৩, ৪২১নং)*

ইবনে বাত্ত্বাহ বলেন, 'সুফিয়ান সওরীর উপর আল্লাহর রহমত হোক। তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন এবং সত্যই বলেছেন। ইল্ম থেকে বলেছেন; আর

([2]) ক্বাদারী হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর লিখিত তকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখে না। যে তকদীরকে অস্বীকার করে ও বলে, তকদীর বলে কিছু নেই।

তা কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী, হিকমতপ্রসূত, বাস্তবভিত্তিক এবং অভিজ্ঞদের নিকট সুবিদিত। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু করো না। তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি করবে না। *(সূরা আলে ইমরান ১১৮ আয়াত)*

১৬৮। আবূ দাউদ সাজিস্তানী বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আহলে সুন্নাহর কোন ব্যক্তিকে যদি কোন বিদআতীর সাথে দেখি, তাহলে কি আমি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেব?' উত্তরে তিনি বললেন, 'না, যতক্ষণ না তাকে জানিয়ে দিয়েছ যে, তার সাথে যে লোকটাকে তুমি দেখেছ সে বিদআতী। অতঃপর সে যদি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে, তাহলে তুমি তার সাথে কথা বলা বহাল রাখ। নচেৎ মনে করো সে তারই মতাবলম্বী (বিদআতী)। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'মানুষ তার সাথীর মতাবলম্বী হয়।' *(ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ১/১৬০, ২১৬নং)*

১৬৯। ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদআতীদের প্রতি সুধারণা রাখে এবং এই দাবী করে যে, তাদের অবস্থা অজ্ঞাত, তাকে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে। সুতরাং যদি সে তাদের বিরোধী মনোভাবাপন্ন না হয় এবং তাদের প্রতি প্রতিবাদমূলক মনোভাব প্রকাশ না করে, তাহলে তাকেও তাদেরই মতাবলম্বী ও দলভুক্ত বলে জানতে হবে। *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২/১৩৩)*

১৭০। উতবাহ গুলাম বলেন, 'যে আমাদের সাথে ওঠা-বসা করে না, সে আমাদের বিরোধী লোক।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৩৭, ৪৮৭নং)*

১৭১। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, '"আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(আহমাদ, বুখারী ৩১৫৮, মুসলিম ২৬৩৮, আবূ দাউদ, মিশকাত ৫০০৩)*

১৭২। ফুযাইল বিন ইয়ায উক্ত হাদীসের টীকায় বলেন, 'সুতরাং মুনাফেকী করে ছাড়া কোন আহলে সুন্নাহর লোক কোন বিদআতীর সাথে দোস্তী করবে এটা অসম্ভব।' *(আর্রাদ্দু আলাল মুবতাদিআহ, ইবনুল বান্নার পান্ডুলিপি)*

১৭৩। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'যদি কোন মুমিন মসজিদ প্রবেশ করে এবং সেখানে এক শত লোকের মধ্যে মাত্র একটি মুমিন থাকে, তাহলে সে এসে ঐ মুমিনের কাছেই বসবে। তদনুরূপ যদি কোন মুনাফিক মসজিদ প্রবেশ করে এবং সেখানে এক শত লোকের মধ্যে মাত্র একটি মুনাফিক থাকে, তাহলে সে এসে ঐ মুনাফিকের কাছেই বসবে।'

১৭৪। হাম্মাদ বিন যায়দ বলেন, একদা ইউনুস আমাকে বললেন, 'হে হাম্মাদ! আমি যুবককে তার সকল অবস্থায় আপত্তিকর কর্মে দেখেও তার কল্যাণের ব্যাপারে আমি নিরাশ হই না। কিন্তু যখনই আমি তাকে কোন বিদআতীর সাথে ওঠা-বসা করতে দেখি তখনই আমি জেনে নিই যে, এবার সে ধ্বংস হবে।'

১৭৫। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'যদি কোন যুবককে দেখ যে, সে (তার যৌবনের) শুরু শুরু আহলে সুন্নাহ অলজামাআতের মতাদর্শে গড়ে উঠছে, তাহলে তার প্রতি (মঙ্গলের) আশা রাখ। নচেৎ যদি দেখ যে, সে (ঐ সময়) বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করছে, তাহলে তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাও। কারণ, যুবক (তার যৌবনের) শুরুতে যেভাবে গড়ে ওঠে সেভাবে সে বাকী জীবন অতিবাহিত করে থাকে।' *(আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ৩/৭৭)*

১৭৬। যামরাহ বিন রাবীআহ কর্তৃক বর্ণিত, ইবনে শাওযাব খুরাসানী বলেন, 'যুবক যখন ইবাদত শুরু করে তখন তার প্রতি আল্লাহর এক অনুগ্রহ এই যে, সে কোন আহলে সুন্নাহর লোকের সাথে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে; যে তাকে সুন্নাহর পথ অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে।' *(আল-ইবানাহ ১/২০৫, ৪৩নং, আস্-সুগরা ১৩৩পৃঃ, ৯১নং, আল-লালকাঈ ১/৬০, ৩১নং)*

১৭৭। আব্দুল্লাহ বিন শাওযাব কর্তৃক বর্ণিত, আইয়ুব বলেন, 'কোন কম বয়স্ক যুবক ও অনারবের লোকের জন্য একটি সৌভাগ্য এই যে, আল্লাহ তাদেরকে আহলে সুন্নাহর কোন আলেমের সাথে ওঠা-বসা করার তওফীক দান করেন।' *(আল-লালকাঈ*

১/৬০, ৩০নং)

(১৮)
প্রবৃত্তিপূজক বিদআতী ও সুন্নাহ-বিরোধীদের গীবত সলফের নিকট গীবত নয়

১৭৮। আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত, ইবরাহীম বলেন, 'বিদআতীর গীবত গীবত নয়।' *(আল-লালকাঈ ১/১৪০, ২৭৬নং)*

১৭৯। হাসান বাসরী বলেন, কোন বিদআতী এবং প্রকাশ্যে ফাসেকী করে এমন ফাসেকের গীবত গীবত নয়।' *(ঐ ২৭৯নং)*

১৮০। তিনি আরো বলেন, 'বিদআতীদের গীবত গীবত বলে পরিগণিত নয়।' *(ঐ ২৮০নং)*

১৮১। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদআতীর কাছে যায়, তার কোন সম্ভ্রম নেই।' *(ঐ ২৮২নং)*

১৮২। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, শো'বা বলতেন, 'এস, আমরা আল্লাহ আযযা অজাল্লার ওয়াস্তে গীবত করি।' *(আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, খাত্বীব বাগদাদী ৯১পৃঃ, শারহু ইলালিত তিরমিযী, ইবনে রজব ১/৩৪৯)*

১৮৩। আবূ যায়দ আনসারী নাহবী বলেন, একদা বৃষ্টির দিনে শো'বার কাছে এলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'আজ হাদীস বয়ান করার দিন নয়। আজ হল গীবত করার দিন। এস, আমরা মিথ্যুকদের গীবত করি।'

১৮৪। মক্কী বিন ইবরাহীম বলেন, শো'বা ইমরান বিন হুদাইরের নিকট এসে বলতেন, 'হে ইমরান! এস, আমরা কিছু সময় আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ওয়াস্তে গীবত করি।' এতে তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি আলোচনা করতেন। *(আল-কিফায়াহ, বাগদাদী ৯১পৃঃ)*

১৮৫। আবূ যুরআহ দেমাশ্কী বলেন, আমি আবূ মুসহিরকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি হাদীস বয়ান করতে গিয়ে ভুল বলে, ধাঁধায় এবং শব্দ বিকৃত করে সে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'তার অবস্থা খুলে বল।' আমি বললাম, 'এটা কি গীবত মনে করেন না?' তিনি বললেন, 'না।' *(আল-কিফায়াহ, বাগদাদী ৯১-৯২পৃঃ, শারহু ইলালিত তিরমিযী, ইবনে রজব ১/৩৪৯)*

১৮৬। ইবনে মুবারক বলেন, 'সে হল মুআল্লা বিন হিলাল। কিন্তু সে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যা বলে।' এ শুনে একজন সুফী বলল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! আপনি গীবত করছেন?' তিনি বললেন, 'চুপ কর! যদি আমরা খুলে না বলি, তাহলে বাতিল থেকে হক চেনা যাবে কি রূপে?' *(ঐ)*

১৮৭। আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ বলেন, 'আবূ তুরাব নাখশাবী আমার আব্বার কাছে এলেন। আমার আব্বা যখন বলতে লাগলেন, 'অমুক দুর্বল, অমুক নির্ভরযোগ্য' তখন আবূ তুরাব বললেন, 'হে শায়খ! উলামাদের গীবত করেন না।' আমার আব্বা তখন তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'ওঃ! এটা গীবত নয়; নসীহত।' *(আল-কিফায়াহ ৯২পৃঃ, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৫০)*

১৮৮। মুহাম্মাদ বিন বুন্দার সাব্বাক জুর্জানী বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে বললাম, 'অমুক দুর্বল, অমুক মিথ্যুক' বলা আমার কাছে খুব ভারী মনে হয়। আহমাদ বললেন, 'কিন্তু যদি তুমি চুপ থাক, আমিও চুপ থাকি, তাহলে অজ্ঞ মানুষকে সহীহ-যয়ীফ কে জানাবে?' *(ঐ, মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়াহ ২৮/২৩১)*

১৮৯। শাওযাব কর্তৃক বর্ণিত, কাষীর আবী সাহল বলেন, 'কথিত যে, প্রবৃত্তি-পূজারীদের কোন সম্ভ্রম নেই।' *(আল-লালকাঈ ১/১৪০, ২৮১নং)*

১৯০। হাসান বিন আলী ইসকাফী বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বলকে 'গীবত' মানে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, 'লোকের ত্রুটি

বর্ণনা উদ্দেশ্য না হলে (তা গীবত নয়)।' আমি বললাম, 'অমুক শুনে নি, অমুক ভুল করে -এ সব বলা?' তিনি বললেন, 'উলামাগণ যদি এ কথা বলা বর্জন করেন, তাহলে অসহীহর মাঝে সহীহকে চেনা যাবে না যে।' *(শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৫০-৩৫১)*

১৯১। ইসমাঈল খুত্বাবী বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যে সব হাদীস-শিক্ষার্থীরা শায়খের কাছে আসে, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো মুরজে', কেউ বা শিয়া, আবার কারো মধ্যে বা সুন্নাহ-বিরোধী কোন কোন আমল পরিলক্ষিত হয়। এখন আমার কি চুপ থাকা সঙ্গত হবে? নাকি আমি সেই ব্যক্তি থেকে অন্যকে সতর্ক করে দেব?' উত্তরে আমার আব্বা বললেন, 'যদি সে বিদআতের প্রতি মানুষকে আহবান করে এবং সে ঐ বিদআতের ইমাম (প্রবর্তক) ও আহবায়ক হয়, তাহলে তুমি তার ব্যাপারে লোককে সতর্ক করে দাও।' *(আল-কিফায়াহ ৯৩নং, শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৫০)*

(১৯)
বিদআতীদের প্রশংসা ও তা'যীম করার কুফল

১৯২। আবুল অলীদ বাজী তাঁর 'ইখতিসারু ফিরাকিল ফুকাহা' নামক কিতাবে আবূ বাক্র বাকেল্লানীর নাম উল্লেখের স্থানে বলেন, 'আমাকে আবূ যার্র হারাবী খবর দিয়েছেন; আর তিনি আশআরী মযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ মযহাব আপনি কোত্থেকে গ্রহণ করলেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আবুল হাসান দারাকুত্বনীর সাথে পথ চলছিলাম। এমন সময় কাযী আবূ বাক্র বিন ত্বাইয়েবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল। দারাকুত্বনী তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চোখে-মুখে চুম্বন দিলেন। তারপর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন আমি দারাকুত্বনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কে?' তিনি বললেন, 'উনি হলেন মুসলিমদের ইমাম, দ্বীনের রক্ষক, কাযী (বিচারপতি) আবূ বাক্র বিন ত্বাইয়েব।'

আবূ যার্র বলেন, 'সুতরাং সেই সময় থেকে আমি আমার আব্বার সঙ্গে তাঁর কাছে বারবার যেতে থাকি এবং তাঁর মযহাব অনুসরণ করি।' *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/১১০৪-১১০৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১৭/৫৫৮-৫৫৯)*

আমি (লেখক) বলি, উক্ত ঘটনায় প্রতিপাদ্য বিষয় খুবই স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, বিদআতীর ব্যাপারে নীরব থাকলে এবং তার বিদআতের কথা বয়ান না করলে এতে বিদআত সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষরা ধোকায় পড়ে তাতে ফেঁসে যাবে। আবার এর থেকে আরো কঠিন মারাত্মক বিপদ হবে তখন, যখন সততা ও তাকওয়ার গুণে ভূষিত কোন আলেমের তরফ থেকে বিদআতীর প্রশংসা (ও সার্টিফাই) থাকবে।

(২০)
বিদআতীর সাজা

১৯৩। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, যারা বিদআতী মযহাবের সাথে সম্পর্ক রাখবে, অথবা তাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ ও প্রতিরক্ষা করবে, অথবা তাদের প্রশংসা করবে, অথবা তাদের কিতাবসমূহের তা'যীম করবে, অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করছে বলে জানা যাবে, অথবা তাদের সমালোচনা করতে অপছন্দ করবে, অথবা তাদের জন্য ওযর পেশ করে দোষ স্খালন করে এই বলবে যে, সে এ কথা কি তা জানে না, কিংবা বলবে, 'সে কি এ বই লিখেছে?' অথবা এই শ্রেণীর আরো অন্য কোন ওযর পেশ করবে; যা জাহেল বা মুনাফেক ছাড়া কেউ বলে না, তাদের প্রত্যেককেই শায়েস্তা করা ওয়াজেব। বরং তাদেরকেও শায়েস্তা করা ওয়াজেব, যারা তাদের অবস্থা জানে, অথচ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সহযোগিতা করে না। বলা বাহুল্য, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অন্যতম বৃহত্তম ওয়াজেব। কারণ, তারা বহু সংখ্যক শায়খ, উলামা, বাদশা ও আমীর-উমারাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীন নষ্ট করে ছেড়েছে। আর তারা পৃথিবীর বুকে

অশান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয় এবং মানুষকে আল্লাহর (সঠিক) পথ হতে বাধা দান করে। *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২/১৩২)*

১৯৪। বাক্‌র আবূ যায়দ পূর্বোক্ত উক্তির টীকায় বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে আল্লাহ রহম করেন এবং বেহেশ্তের 'সালসাবীল' প্রস্রবণ থেকে তাঁকে পানি পান করান। আমীন। তাঁর এই উক্তি নিতান্ত সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তা বিশেষ করে সর্বেশ্বরবাদীদের প্রতিবাদে ব্যবহৃত হয়েছে, তবুও তা সকল বিদআতীর ক্ষেত্রে ব্যাপক। সুতরাং যে কেউ বিদআতীর পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং এর ফলে সে তার তা'যীম করে, অথবা তার কিতাবসমূহের তা'যীম করে এবং মুসলিম সমাজে তা ছেপে প্রচার করে, তাকে ও তার কিতাব নিয়ে গর্ব করে, তার কিতাবসমূহে উল্লেখিত বিদআত ও ভ্রষ্টতা লোকমাঝে প্রচার করে এবং তাতে যে আকীদার বক্রতা ও ত্রুটি আছে তা প্রকাশ করে না। এরূপ যে করে সে তার কর্মে সীমালংঘনকারী। তার অনিষ্টকারিতা নির্মূল করা ওয়াজেব; যাতে মুসলিমদের মাঝে তা সংক্রমণ করে না বসে।

সাম্প্রতিককালেও অনুরূপ কিছু গোষ্ঠির আপদের আমরা ভুক্তভোগী; যারা বিদআতীদের তা'যীম করে, তাদের লিখিত প্রবন্ধ প্রচার করে, অথচ তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভ্রষ্টতার উপর মানুষকে সাবধান করে না। সুতরাং অনুরূপ বিদআতী আবূ জেহেল থেকে সাবধান! দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাগা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। *(হাজরুল মুবতাদে', ডক্টর বাক্‌র আবূ যায়দ ৪৮-৪৯পৃঃ)*

১৯৫। রাফে' বিন আশরাস বলেন, 'বিদআতী ফাসেকের শাস্তি হল এই যে, তার সদ্‌গুণ উল্লেখ করা যাবে না।' *(শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৩৫৩)*

১৯৬। শাত্বেবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নাজাতপ্রাপক দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাহ বিদআতীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে, তাদের দোষ বর্ণনা করতে এবং তাদের দলে গিয়ে যারা মিশে তাদেরকে হত্যা অথবা তার নিম্নমানের উপযুক্ত শাস্তি দিতে (সরকার) আদিষ্ট হয়েছে। উলামাগণ তাদের সাথে ওঠা-বসা করতে ও তাদেরকে সঙ্গী-সাথী বানাতে সাবধান করেছেন। অথচ তা হল বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ। কিন্তু ধর্তব্য হল সেই ব্যক্তি যে মুমিনদের পথ ত্যাগ করে বিদআত রচনার ফলে

জামাআত থেকে বের হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। না সাধারণভাবে তাদের সকলের সাথে শত্রুতা রাখতে হবে। আমরা তাদের সাথে শত্রুতা রাখতে আদিষ্ট কি করে হতে পারি, অথচ তারা আমাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে এবং জামাআতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে আদিষ্ট?' *(আল-ই'তিসাম ১/১৫৮-১৫৯)*

১৯৭। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'বিদআতের প্রতি আহবায়ক বিদআতী মুসলিমদের সর্ববাদিসম্মতিক্রমে শাস্তিযোগ্য অপরাধী। এ শাস্তি (রাষ্ট্রনেতার কাছে) কখনো হত্যা দ্বারা প্রাপ্ত হবে, কখনো বা এর নিম্নমানের শাস্তি দিয়ে তাকে শায়েস্তা করা হবে। আর যদি এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে, সে শাস্তির উপযুক্ত নয় অথবা তাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তার বিদআতের কথা খুলে বলা এবং সর্বসাধারণকে তা হতে সতর্ক করা একান্ত জরুরী। কারণ, তা হল এক প্রকার সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্ম প্রতিহত করার ভূমিকা পালন, যা পালন করতে আল্লাহ ও তদীয় রসূল আমাদেরকে আদেশ করেছেন।' *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৫/৪১৪)*

(২১)
বিদআতীর পরিণাম ও গুণাবলী

১৯৮। আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, 'কোন মানুষ যখন বিদআত রচনা করে, তখন সে তরবারী (মৃত্যুদন্ড/বিদ্রোহ) হালাল করে নেয়।' *(আল-ই'তিসাম ১/১১৩, দারেমী ১/৫৮, ৯৯নং)*

১৯৯। আইয়ুব বিদআতীদেরকে 'খাওয়ারেজ' বলে অভিহিত করতেন। তিনি বলতেন, 'খাওয়ারেজ নামে পৃথক, কিন্তু তরবারি (বিদ্রোহ)তে এক।' *(আল-ই'তিসাম ১/১১৩)*

২০০। আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, 'প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতীরা) হল গোমরাহ। আর তাদের পরিণাম দোযখ ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না।' *(ঐ ১/১১২, দারেমী ১/১৫৮)*

২০১। এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলল, 'সেই আল্লাহর নিমিত্তে যাবতীয়

প্রশংসা, যিনি আমাদের প্রবৃত্তিকে আপনাদের প্রবৃত্তির মতই করেছেন।' উত্তরে ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'এই প্রবৃত্তিসমূহে আল্লাহ কোন মঙ্গল নিহিত রাখেননি। আর এর নাম প্রবৃত্তি (পতন) এ জন্যই রাখা হয়েছে যে, সে তার কর্তাকে নিয়ে দোযখে পতিত হবে।' *(আশ্-শারহু অল-ইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ ১২৩পৃঃ, ৬২নং)*

২০২। অনুরূপ বলেছেন হাসান, মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ এবং শা'বী। *(ঐ ১২৪, ৬৩নং, দারেমী ১/১২০, ৩৯৫নং)*

২০৩। ইবনে সীরীন মনে করতেন যে, সব চাইতে বেশী তাড়াতাড়ি যে লোকেরা দ্বীন-ত্যাগী হয়, তারা হল প্রবৃত্তিপূজক (বিদআতী)। *(আল-ই'তিসাম ১/১১৩)*

২০৪। আবূ গালেব কর্তৃক বর্ণিত, আবূ উমামাহ বলেন, (কুরআন মাজীদে উল্লেখিত "যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, ফলত তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে) যা রূপক তার অনুসরণ করে" -তারা হল খাওয়ারেজ ও বিদআতীর দল। *(আল-ইবানাহ ২/৬০৬, ৭৮৩নং)*

২০৫। মা'মার কর্তৃক বর্ণিত, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ বলেন, "যাদের অন্তরে বক্রতা আছে" তারা যদি হারাওরী ও সাবাঈ ([1]) না হয়, তাহলে জানি না যে, তারা কারা? আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, যদি খাওয়ারেজদের মতবাদ সঠিক হত, তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধ হত। কিন্তু তাদের মতবাদ ছিল ভ্রষ্ট। তাই তারা বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অনুরূপ যে কোন বিধানই; যদি তা গায়রুল্লাহর তরফ থেকে হয়, তাহলে তাতে প্রচুর পরিমাণে পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পাবে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর কসম! হারাওরীদের মতবাদ বিদআত, সাবাঈদের মতবাদও বিদআত। যে মতবাদের সমর্থন না কিতাবে অবতীর্ণ হয়েছে, আর না নবীর সুন্নাহতে।

ইবনে বাত্তাহ উকবারী বলেন, 'হারাওরী, খাওয়ারেজ এবং সাবাঈ রাফেযীরা হল আব্দুল্লাহ বিন সাবা'-পন্থী দল। যাদেরকে আলী বিন আবূ তালেব আগুন দ্বারা

([1]) *হারাওরী ঃ ইরাকের হারাওরা নামক শহরের অধিবাসী বিদআতী খাওয়ারেজ দল।*
সাবাঈঃ ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত ফিতনাবাজ মুনাফেক আব্দুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী দল। -অনুবাদক

পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের কিছু লোক অবশিষ্ট থেকে গেছে।' *(আল-ইবানাহ ২/৬০৭, ৭৮৫নং)*

২০৬। আইয়ুব কর্তৃক বর্ণিত, আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, 'প্রবৃত্তি-পূজারী (বিদআতীরা) হল পথভ্রষ্ট। তাদের পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। সুতরাং তুমি তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ; দেখবে, তাদের কেউ কোন মতবাদ পোষণ করলে অথবা কোন কথা বললে তরবারি ছাড়া সে বিষয় নিষ্পত্তি হয় না। মুনাফেকী (কপটতা) ছিল একাধিক ধরনের। "তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নিকট (এই বলে) শপথ করেছিল (যে, যদি তিনি আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দান করেন, তবে আমরা সদকা করব এবং সৎলোকদের দলভুক্ত হব। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। পরিণামে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত কপটতা তাদের অন্তরে থেকে গেল। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ভঙ্গ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাবাদী।") *(সূরা তাওবাহ ৭৫-৭৭ আয়াত)*

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ সদকা (বন্টন) সম্পর্কে তোমাকে (নবীকে) দোষারোপ করে, (অতঃপর এর কিছু তাদেরকে দেওয়া হলে তারা তুষ্ট হয়। আর এর কিছু না দেওয়া হলে ক্ষুব্ধ হয়।") *(ঐ ৫৮ আয়াত)*

"তাদে মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়---।" *(ঐ ৬১ আয়াত)*

সুতরাং তাদের কথা (ও কাজ) ভিন্ন, কিন্তু সন্দেহ ও মিথ্যায়নে তারা অভিন্ন। তদনুরূপ ঐ (বিদআতীদের) কথা (ও কাজ) ভিন্ন ভিন্ন হলেও তরবারি ধারণ (বিদ্রোহ) করার ব্যাপারে তারা অভিন্ন। আর তাদের গন্তব্যস্থল দোযখ ছাড়া অন্য কিছু আমি মনে করি না।'

পরিশেষে আইয়ুব বলেন, 'আর আল্লাহর কসম! আবূ ক্বিলাবাহ ছিলেন অন্যতম সুবিজ্ঞ ফকীহ।' *(দারেমী ১/৫৮, ১০০নং)*

(লেখক বলেন,) 'অনুরূপভাবে আপনি সাম্প্রতিক কালেরও বহু ফির্কা ও জামাতকে দেখতে পাবেন, যেমন; আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন, সুরূরিয়াহ,

আলজেরিয়ার জাবহা, জিহাদ, তুরাবী পার্টি, মিসআরী পার্টি প্রভৃতি, যারা বিশ্বের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। যারা বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, আসলে কিন্তু তারা সকলেই মুসলিম শাষকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ (বিদ্রোহ) করার ব্যাপারে এবং আহলে সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার ব্যাপারে একমত।'

২০৭। সাঈদ বিন আম্বাসাহ বলেন, 'যখনই কোন মানুষ বিদআতী হয়, তখনই তার বক্ষ মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয় এবং তার হৃদয় থেকে আমানত বিলীন হয়ে যায়।' *(আশ্-শারহু অল-ইবানাহ, আস্-সুগরা, ইবনে বাত্ত্বাহ ১৩৫পৃঃ, ৯৮নং)*

২০৮। আওযায়ী বলেন, 'যখনই কেউ বিদআতী হয়, তখনই তার পরহেযগারী ছিনিয়ে নেওয়া হয়।' *(ঐ ৯৯নং)*

২০৯। হাসান বলেন, 'মানুষ বিদআতী হলেই তার বুক থেকে ঈমান পলায়ন করে।' *(ঐ ১০০নং)*

২১০। বার্বাহারী বলেন, 'জেনে রেখো যে, 'কুপ্রবৃত্তির সবটাই নিকৃষ্ট। সবটাই তরবারির দিকে আহবান করে।' *(শারহুস সুন্নাহ, বার্বাহারী ১২২পৃঃ, ১৪৬নং)*

(২২)
বিদআতীর কি তওবা আছে?

২১১। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা গ্রহণ করতে নারাজ।" *(সহীহ, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী, ১৬২০নং)*

২১২। আবূ আম্র শায়বানী বলেন, 'বলা হত যে, কোন বিদআতীর তওবা গ্রহণ করতে আল্লাহ নারাজ। আর কোন বিদআতী বিদআত ত্যাগ করে অন্য মত গ্রহণ করলেও তার থেকে নিকৃষ্টতর বিদআতের দিকেই ধাবিত হয়।' *(ইবনে অয্যাহ ৬১-৬২পৃঃ)*

২১৩। ইবনে শাওযাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন কাসেমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'কোন বান্দা যদি কোন কুপ্রবৃত্তির দাস থাকার পর তা ছাড়তে যায়, তাহলে সে তার থেকে আরো নিকৃষ্টতর কুপ্রবৃত্তির দাস হয়ে বসে।'

অতঃপর আমি ঐ উক্তি আমাদের কিছু সাথীর কাছে উল্লেখ করলে তাঁরা বললেন, এ কথার সত্যতার সমর্থন করে মহানবী ﷺ-এর সেই হাদীস, যাতে তিনি বলেন, "---তারা দ্বীন থেকে সেই রকম বের হয়ে যাবে, যে রকম তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। অতঃপর (মৃত্যু অবধি) তারা আর ফিরে আসবে না; যেমন তীর ধনুকের দিকে ফিরে আসে না।" *(ইবনে অযযাহ ৬১পৃঃ)*

২১৪। হাম্মাদ বিন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত, আইয়ুব বলেন, এক ব্যক্তি (বিদআতী) মত পোষণ করত। একদা সে সেই মত ত্যাগ করলে আমি খুশী হয়ে মুহাম্মাদের নিকট সে খবর জানাতে উপস্থিত হলাম। বললাম, 'আপনি কি জানেন, অমুক তার সেই পোষণ করা মত পরিত্যাগ করেছে?' তিনি বললেন, 'লক্ষ্য করে দেখ, আবার কোন্ মতের দিকে পাল্টে যাচ্ছে। হাদীসের প্রথমাংশ থেকে শেষাংশ তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। (নবী ﷺ বলেছেন,) "তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর আর ফিরে আসবে না।" *(ঐ ৬২পৃঃ)*

২১৫। মুআবিয়া বিন সালেহ কর্তৃক বর্ণিত, হাসান বিন আবুল হাসান বলেন, 'কোন প্রবৃত্তিপূজক (বিদআতীর) জন্য তওবা করার অনুমতি দিতে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা নারাজ।' *(আল-লালকাঈ ১/১৪১, ২৮৫নং)*

২১৬। এক ব্যক্তি আইয়ুবকে বলল, 'হে আবূ বাক্র! আম্র বিন উবাইদ তার (বিদআতী) মত থেকে ফিরে এসেছে।' তিনি বললেন, 'ও ফিরে নি।' লোকটি বলল, 'অবশ্যই, হে আবূ বাক্র! সে ফিরে এসেছে।' আইয়ুব তিন তিন বার বললেন, 'সে ফিরে নি। সে ফিরে নি। শোন! সে ফিরে নি। তুমি কি হাদীসের বাণী শোনো নি; "তারা দ্বীন থেকে সেই রকম বের হয়ে যাবে, যে রকম তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা (মৃত্যু অবধি) আর ফিরে আসবে না; যেমন তীর ধনুকের দিকে ফিরে আসে না?" *(ঐ ২৮৬নং)*

২১৭। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বলেন, 'বিদআতীর চেহারা অন্ধকারের মত (কালো) হবে। যদিও সে প্রত্যহ ত্রিশ বার তেল (ক্রিম) ব্যবহার করে!' *(ঐ ২৮৪নং)*

২১৮। ইবনুল মুবারক কর্তৃক আওযায়ী থেকে বর্ণিত, আত্বা খুরাসানী বলেন, 'বিদআতীকে তওবার অনুমতি দিতে আল্লাহ অনিচ্ছুক।' *(ঐ ২৮৩নং)*

২১৯। সুফিয়ান সওরী বলেন, 'ইবলীসের কাছে পাপ থেকে বিদআত বেশী পছন্দনীয়। কারণ, পাপ থেকে তওবা করা যায়; কিন্তু বিদআত থেকে তওবা করা যায় না।' *(মাজমূউল ফাতাওয়া ১১/৪৭২)*

(বলা বাহুল্য, পাপকে পাপ মনে করে তওবা করার তওফীক লাভ হয়। কিন্তু বিদআতকে দ্বীন মনে করেই পালন করে বিদআতী। সুতরাং তা থেকে তওবা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না তার মনে। পক্ষান্তরে বিদআতী যদি হক জেনে বিদআত ছেড়ে বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে তাহলে অবশ্যই তওবার দরজা খোলা আছে। আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।" (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১ নং -অনুবাদক)

(২৩)
বিদআত ও কুপ্রবৃত্তিতে পড়ার কারণসমূহ

২২০। ইবনে বাত্ত্বাহ আকবারী বলেন, 'আমি লোকেদের একটি গোষ্ঠীকে দেখেছি, তারা প্রবৃত্তিপূজক বিদআতীদেরকে অভিশাপ ও গালাগালি করছে। কিন্তু পরে তারা তাদের প্রতিবাদ ও খন্ডন করার মানসে তাদের সাথে ওঠা-বসা করতে লাগল। এইভাবে খোলা মনে মিলামিশা করতে করতে, তারা তাদের গোপন চক্রান্ত ও সূক্ষ্ম কুফরীকে বুঝতে সক্ষম হল না। পরিশেষে তারা তাদের দিকেই ঢলে গেল!' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭০)*

২২১। মুহাম্মাদ বিন আলা' বলেন, আমাদেরকে আবূ বাক্র বয়ান করেছেন যে, মুগীরা বলেন, মুহাম্মাদ বিন সায়েব বের হল। তখন তার কোন প্রকার বিদআত বা কুপ্রবৃত্তি ছিল না। একদা সে বলল, 'আমাদেরকে নিয়ে চল, ওরা (বিদআতীরা) কি বলে শুনব।' অতঃপর যখন সে তাদের নিকট থেকে ফিরে এল, তখন সে তাদের মত গ্রহণ করে ফেলেছে এবং বিদআত তার হৃদয়কে ধারণ করে নিয়েছে। *(ঐ ৪৭৬নং)*

২২২। আসমায়ী বলেন, মু'তামের আমাদেরকে বয়ান করেছেন, উসমান বাত্তী বলেন, ইমরান বিন হিত্ত্বান আহলে সুন্নাহ ছিল। একদা উমান থেকে খচ্চরের মত এক লোক এল। সে এক বৈঠকেই তাকে পরিবর্তন করে ফেলল!' *(ঐ ৪৭৭নং, তাহযীবুত তাহযীব ৮/১১৩)*

২২৩। আবূ হাতেম বলেন, আবূ বাক্র বিন আইয়াশ থেকে একজন আমাদেরকে বয়ান করেছে যে, মুগীরাহ বলেন, একদা মুহাম্মাদ বিন সায়েব বলল, 'আমাদের সাথে চল, মুরজিয়াদের বক্তব্য শুনব।' অতঃপর যখন সে তাদের নিকট থেকে ফিরে এল, তখন তাদের বক্তব্য তার হৃদয়ে রেখাপাত করে ফেলেছে। *(আল-ইবানাহ ২/৪৬২, ৪৭১পৃঃ, ৪৪৯, ৪৮০নং)*

(২৪)
বিদআত ও কুপ্রবৃত্তিতে পড়া থেকে বাঁচার পথ

২২৪। আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সুরী বড় বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তাঁর থেকে অধিক বিনয়ী আমি কখনো আর কাউকে দেখিনি। একদা তিনি আমাকে বললেন, 'প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতী)দের প্রতিবাদ করা আমাদের কাছে সুন্নাহ (তরীকা) নয়। বরং আমাদের কাছে সুন্নাহ হল, ওদের কারো সাথে কথা না বলা।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৭১, ৪৭৮নং)*

২২৫। হাম্মাদ বিন যায়দ কর্তৃক বর্ণিত, আইয়ুব বলেন, 'চুপ থাকার চাইতে প্রতিবাদ করা ওদের (বিদআতীদের) পক্ষে অধিক কষ্টদায়ক নয়।' *(ঐ ৪৭৯নং)*

২২৬। আবূ আব্দুল্লাহ বিন বাত্ত্বাহ বলেন, 'সাবধান হে মুসলিম সম্প্রদায়! আপনাদের মধ্যে কারো নিজের প্রতি সুধারণা এবং নিজের মতাদর্শের সঠিক জ্ঞান যেন তাকে ঐ শ্রেণীর কিছু প্রবৃত্তিপূজারী (বিদআতীদের) সাথে ওঠা-বসা করে নিজের দ্বীন (ও ঈমান)কে বিপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ না করে। সে হয়তো বলবে, 'মুনাযারা (ও বিতর্ক) করার জন্য, অথবা তার মতবাদের আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার জন্য আমি তার কাছে আসি-যাই।' কিন্তু (তার জানা উচিত যে,) তারা দাজ্জাল থেকেও অধিক ফিতনাবাজ। তাদের কথা চুলকানি থেকেও বেশী সংক্রামক এবং অগ্নিশিখা থেকেও বেশী হৃদয়-দাহী।' *(ঐ ২/৪৭০)*

২২৭। ইমাম আহমাদ বলেন, 'যা আমরা শুনতাম এবং যে সকল আহলে ইল্‌মদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের নিকট হতে আমরা যা উপলব্ধি করেছি তা এই যে, তাঁরা হৃদয়ে জং পড়া (বিদআতী) মানুষদের সাথে কথা বলা ও বসাকে অপছন্দ করতেন। আসল মঙ্গল রয়েছে মান্য করার মাধ্যমে এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ এর সুন্নাহর একনিষ্ঠভাবে অনুসরণের মাধ্যমে; জং ধরা মনের মানুষ বিদআতীদের সাথে বসে তাদের সাথে বাদ-প্রতিবাদ করার মাধ্যমে নয়। কারণ, তারা তোমার হৃদয়ে তালগোল পাকিয়ে দেবে অথচ তারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করবে না। সুতরাং - ইনশাআল্লাহ - তাদের মজলিস বর্জন করা এবং তাদের সাথে তাদের বিদআত ও গোমরাহী নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করাতেই শান্তি ও নিরাপত্তা আছে।' *(ঐ ২/৪৭২, ৪৮১নং)*

(২৫)
হাদীস দ্বারা প্রবৃত্তিপূজক বিদআতীদের প্রতিবাদ ও খন্ডন

২২৮। উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে কিছু লোক আসবে, যারা কুরআনের দ্ব্যর্থবোধক (রূপক) আয়াত দ্বারা তোমাদের সাথে তর্ক করবে। সুতরাং তোমরা সুন্নাহ (হাদীস) দ্বারা তাদের সাথে তর্ক কর। যেহেতু

সুন্নাহ-ওয়ালারাই আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত।' *(আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/৩১৩, আশ্-শারীআহ ৫৮পৃঃ, দারেমী ১/৬২, ১১৯নং, আল-লালকাঈ ১/১২৩, ২০২নং, আল-ইবানাহ ১/২৫০, ৮৩-৮৪নং, শারহুস সুন্নাহ, বাগবী ১/২০২)*

২২৯। অনুরূপ বলেন হযরত আলী ﷺ। *(আল-লালকাঈ ১/১২৩, ২০৩নং, আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/৩১৩)*

২৩০। ইবনে রজব হাম্বলী কিছু সলফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন ব্যক্তি সুন্নাহর আলেম হলে, সে কি তার স্বার্থে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে?' তিনি বললেন, 'না। তবে সে সুন্নাহ বয়ান করে দেবে। অতঃপর প্রতিপক্ষ তা গ্রহণ করলে ভালো; নচেৎ সে চুপ থাকবে।' *(বায়ানু ফাযলি ইলমিস সালাফ আলা ইলমিল খালাফ ৩৬পৃঃ)*

২৩১। ইবনে বাত্ত্বাহ উকবারী বলেন, 'তুমি যার মাধ্যমে অপরকে পথ দেখাবে ও জ্ঞানদান করবে তা যেন কিতাব ও সুন্নাহ হয় এবং সাহাবা ও তাবেঈন তথা মুসলিম উম্মাহর সহীহ আসার হয়।' *(আল-ইবানাহ ২/৫৪১)*

(২৬)
প্রবাসী-সম মুসলিমের গুণাবলী
সংখ্যালঘু হলেও শঙ্কার কিছু নেই

((প্রবাসী বা বিদেশী যখন প্রবাসে, বিদেশে বা ভিন দেশে কোন কাজের খাতিরে যায় বা থাকে, তখন সেখানকার জীবন যে কত তিক্তময় তা কেবল আমাদের মত প্রবাসীরাই জানে।

বিদেশী হয় সমাজে অজানা, অচেনা, অপাঙ্‌ক্তেয়। যেখানেই যায় সেখানেই নিজেকে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, অবহেলিত, পদদলিত, অপমানিত অসহায় ও নিরুপায় মনে হয়। সমাজে কারো সাথে তার পরিচয় নেই। সমাজে কেউ তার সহায় নয়, বন্ধু নয়। যে কাজ সহজে হয়, সে কাজ বেগানার জন্য বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

পরদেশী রাস্তায় চলে, প্রত্যেক বস্তু যেন তার বিপক্ষে। লোকেরা তাকে দেখে নিজ নিজ দরজা সশব্দে বন্ধ করে নেয়। লোকেরা তাকে ঘৃণা করে, অথচ সে কোন অপরাধী নয়। সকলকে দেখে তার শত্রু মনে হয়, অথচ শত্রুতার কোন কারণ নেই। এমন কি কুকুরদলও যখন কোন স্বদেশীকে দেখে তখন তার নিকট বিনয় প্রকাশ করে এবং লেজ

দুলিয়ে থাকে। অথচ কোন বিদেশী মানুষকে পার হতে দেখলে তাকে লক্ষ্য করে ভেকাতে শুরু করে এবং দাঁত দেখায়!

কোন এক ভিন গাঁয়ে বড় ক্ষুধার্ত ছিলাম। যোহরের নামায হল। আমি মসজিদের বারান্দায় বসে গেলাম। সকলেই এক এক করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না যে, তুমি কোথাকার? কোথায় কি জন্য এসেছ? হয়তো বা এই মনে করে যে, আমি কারো মেহেমান। অবশ্য আমার ক্ষুধার্ত উদাস মুখখানার দিকে কেউ ভালো করে তাকালে অনায়াসে বুঝতে পারত যে, আমি এখানে অপরিচিত ও ভুখাফাকা মুসাফির।

এমনি করে দ্বিতীয় জামাআত হল। তারাও বের হয়ে গেল। তৃতীয় জামাআতের লোক বের হয়ে গেলে আর হয়তো কেউ মসজিদ আসবে না এই আশঙ্কায় আমার ধৈর্য ও লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। আমি একজনের কাছে ফিস্‌ফিসিয়ে আমার খিদের কথা বলতে বাধ্য হলাম। আমার জীবনের সেই প্রথম অভিজ্ঞতায় জানলাম যে, ক্ষুধার কত জ্বালা। অন্ন-ভিক্ষা কত লাঞ্ছনার কাজ। জীবনে স্নেহময়ী মায়ের কাছে, প্রেমময়ী স্ত্রীর কাছে বহুবার ভাত চেয়ে খেয়েছি। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো কাছে আমি চেয়ে খাইনি। জীবনের সেই প্রথম ভিক্ষা বিদেশে। আল্লাহ করুন, যেন সেটাই আমার শেষ ভিক্ষা হয়।

বিদেশে বহু ঈদ করেছি, বহু বিবাহ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু সেখানে কত যে লাঞ্ছনা, কত যে বেদনা তা আমার মত বিদেশীরাই জানে।

সাথে খেতে বসলে লোকেরা তাকাতাকি করে। ইশারায়-ইঙ্গিতে আমার পরিচয় জানতে চায়। কেউ বা নাক সিঁটকে সশব্দে অপরকে প্রশ্ন করেই ফেলে, 'এশ শূ' (ওটা আবার কে)? তখন সে মুখ ভেংচিয়ে জবাব দেয়, 'হিন্‌ন্‌দী।'

সহকর্মী সঊদী সাথীদের চাওয়া মতে সর্বদা সঊদী লেবাসে থাকি। অনেকের এটা সহ্য হয় না। আমি বিদেশী তাদের স্বদেশী পরিচ্ছদ পরব কেন? প্রায় লোকেই কটাক্ষ হানে ব্যঙ্গ করে। শিশুরা ঢিল মারে। এক মহিলা দলের সামনে একা পড়লে একজন বলে উঠল, 'উহ্‌! লাবেস শিমাগ!' (সঊদী নয় অথচ মাথায় রুমাল নিয়েছে!) অপরজন তার জবাবে বলল, 'শিমাগ বাস্‌সাম বা'দ।' (অর্থাৎ, বাস্‌সাম কোম্পানীর ভাল রুমাল আবার!)

একজন বলল, সাদীক! তুমি হিন্দী না সঊদী। আমি বললাম, হিন্দী। বলল, তাহলে তুমি সঊদী লেবাস কেন পরেছ? আমি বললাম, সঊদীদেরকে ভালোবাসি তাই।

আর একজন বলল, তুমি হিন্দী না সঊদী? আমি উপহাস ছলে বলি, আমি সঊদী। বলে, তুমি মিথ্যা কেন বলছ। আমি বলি, মিথ্যা নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, [illegible] (অর্থাৎ, যে যে জাতির

সাদৃশ্য ধারণ করে, সে তাদেরই একজন।) অতএব আমি সঊদীদের সাদৃশ্য ধারণ করেছি। তাই আমি সঊদী। তাছাড়া আমি সঊদীদেরকে ভালোবাসি। আর মহানবী ﷺ বলে, [illegible] (অর্থাৎ, যে যাকে ভালোবাসে সে তারই সঙ্গী হয়।) অতঃপর

[illegible]

কবির এই কবিতা ছত্রের অনুকরণে বললাম,

[illegible]

(অর্থাৎ, আমি সঊদীদেরকে ভালোবাসি, অথচ আমি সঊদী নই। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাকে সাআদত বা সুখ দান করবেন।)

এ কথা শুনে চট্ করে সে ব্যঙ্গছলে বলল, ও--, য়্যাতাকাল্লামু আরাবী বা'দ! (অর্থাৎ, ও--, আবার আরবী বলতেও পারে!)

বিদেশে বহু কথা ও কাজ নিয়ে নাকাল ও নাজেহাল হতে হয়। কথা ভালো হলেও তাতে খামাখা হেসে ওঠে লোকে। তবে সবাই যে সমান তা নয়।

বলা বাহুল্য, ঐ একজন বিদেশীর মতই ইসলামের অবস্থা। বিশ্ব সমাজের কাছে ইসলাম ঐরূপ প্রবাসীর মত অবহেলিত ও অসহায়। বিশাল জনসংখ্যার মাঝে খাঁটি মুসলিম নেহাতই কম। এ জন্যই অনেকে আফশোস করে বলেছেন, 'ইসলাম দার কিতাব অ মুসলিম দার গোর।' (অর্থাৎ, ইসলাম আছে কিতাবের মাঝে মুসলিম আছে গোরে। কবি নজরুলের ভাষায় ঃ 'ইসলাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্থান।') আসল ইসলাম কুরআন-হাদীসে সীমাবদ্ধ আছে এবং খাঁটি মুসলিম সাহাবা-তাবেঈনগণ গোরস্থানে সমাধিস্থ আছেন। বর্তমান সমাজে তাঁদের নজীর মেলা দায়।

ইসলাম সমাজে অচেনা মুসাফিরের মত অসহায়। ইসলাম মানতে গিয়ে মুসলিম নিজের পরিবার-পরিজনের কাছেও যেন অপরিচিত বলে পরিগণিত হয়। মনে হয়, সে আমলে সে একা, অসহায়। কেউ তার সঙ্গী-সহায়ক নেই।

ইসলামকে কেউ চেনা দেয় না, তাকে কেউ চিনতে চেষ্টা করে না। বরং না চিনেই দূর থেকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, তাকে দেখে দরজা বন্ধ করে। অচিন্ দেশের শত্রুর মত ইসলাম মার খায় পথে পথে।

মহানবী ﷺ বলেন,

অর্থাৎ, ইসলাম অসহায় বিদেশীর মত মুষ্টিমেয় কতক লোক নিয়ে এ পৃথিবীতে তার যাত্রা শুরু করেছে এবং ঐ বিদেশীর মতই সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। অতএব আনন্দ, কল্যাণ ও শুভপরিণাম সেই অচেনা বিদেশীর মত মুষ্টিমেয় মানুষদের জন্য। *(মুসলিম ১৪৫নং)*

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই মুষ্টিমেয় কতক খাঁটি মুসলিম হলেন আহলে সুন্নাহ বা আহলে হাদীস। যাঁরা সকল প্রকার বাতিল ও নকল ফির্কা, মযহাব, দল, মত ইত্যাদি থেকে পবিত্র থেকে গুটি কয়েক লোক নিয়ে পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন।)) -*অনুবাদক*

২৩২। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, ‘তুমি হেদায়াতের পথ অনুসরণ কর এবং তোমাকে সে পথের পথিকদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। আর ভ্রষ্ট পথসমূহ থেকে সুদূরে থাক এবং হত মানুষদের সংখ্যগরিষ্ঠতায় তুমি ধোকা খেও না।’ *(আল-ই’তিসাম ১/১১২)*

২৩৩। হাসান বাসরী বলেন, ‘বিদআতী নিয়মে অনেক আমল করার চাইতে সুন্নাহ অনুযায়ী অল্প আমল করা অধিক উত্তম।’

২৩৪। তিনি আরো বলেন, ‘হে আহলে সুন্নাহ! বিনম্র ব্যবহার কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। তোমরা মানুষের মাঝে সংখ্যালঘু।’ *(আল-লালকাঈ ১/৫৭, ১৯নং)*

২৩৫। ইউনুস বিন উবাইদ বলেন, ‘পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, যখন কেউ সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করে, তখন সে (সমাজে প্রবাসীর মত অল্প, অচেনা ও অসহায়) পরিগণিত হয়। আর তার চেয়ে অধিক অচেনা ও অসহায় তো সেই ব্যক্তি যে সুন্নাহ জানে।’ *(আল-লালকাঈ ১/৫৮, ২১নং, হিলয়াতুল আওলিয়া, আসবাহানী ৩/২১)*

২৩৬। আবূ ইদরীস খাওলানী বলেন, ‘আমি শুনেছি যে, ইসলামের বহু হাতল আছে; যে সব হাতল মানুষ ধারণ করে থাকে। আসলে এসব হাতল একটি একটি করে হাত ছাড়া হবে। যার মধ্যে প্রথম হাতল ধৈর্যশীলতা হাত ছাড়া হবে এবং শেষ হাতল নামায হাত ছাড়া হবে।’ *(আল-বিদাউ অন্নাহয়ু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭৩পৃঃ)*

২৩৭। ইবনে মুবারক কর্তৃক বর্ণিত, সুফিয়ান সওরী বলেন, 'আহলে সুন্নাহর ব্যাপারে হিতাকাঙ্ক্ষার অসিয়ত পালন কর। কারণ, তারা হল প্রবাসীর মত (অসহায় ও সংখ্যালঘু)।' *(আল-লালকাঈ ১/৬৪, ৪৯নং)*

২৩৮। ইউসুফ বিন আসবাত্ব বলেন, আমি সুফিয়ান সওরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যদি তোমার কাছে খবর আসে যে, পূর্ব দিগন্তে একজন আহলে সুন্নাহ আছে এবং পশ্চিম দিগন্তে আর একজন, তাহলে তাদের জন্য সালাম পাঠাও এবং দুআ কর। আহলে সুন্নাহ অল-জামাআহর সংখ্যা কতই না কম!' *(ঐ ৫০নং)*

(২৭)
আহলে সুন্নাহর প্রতি প্রীতি ও বিদ্বেষ দ্বারা মানুষের আকীদা পরীক্ষা

২৩৯। ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি আব্দুর রহমান বিন মাহদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বাসরীদের মধ্যে ইবনে আওন; যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে তাঁকে ভালোবাসে, তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হও। কুফীদের মধ্যে মালেক বিন মিগওয়াল এবং যায়েদাহ বিন কুদামাহ; যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে তাঁদেরকে ভালোবাসে, তাহলে তার ব্যাপারে কল্যাণের আশা রাখ। শামবাসীদের মধ্যে আওযায়ী ও আবূ ইসহাক ফাযারী। আর হিজাযবাসীদের মধ্যে মালেক বিন আনাস।' *(আল-লালকাঈ ১/৬২, ৪১নং)*

২৪০। ইবনে মাহদী বলেন, 'যদি কোন শামবাসীকে দেখ যে, সে আওযায়ী ও আবূ ইসহাক ফাযারীকে ভালোবাসে, তাহলে তার ব্যাপারে কল্যাণের আশা রাখ।' *(আল-জারহু অত্-তা'দীল, ইবনে আবী হাতেম ১/২১৭)*

২৪১। তিনি আরো বলেন, 'যদি কোন শামবাসীকে দেখ যে, সে আওযায়ী ও আবূ ইসহাক ফাযারীকে ভালোবাসে, তাহলে (জেনে নিও যে,) সে একজন আহলে সুন্নাহ।' *(ঐ)*

২৪২। আহমাদ বিন ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত, সওরী বলেন, 'মাওসেলবাসীদেরকে মুআফা বিন ইমরান দ্বারা পরীক্ষা করে নাও।' *(তাহযীবুত্ তাহযীব, ইবনে হাজার ১০/১৮০)*

২৪৩। বার্বাহারী বলেন, 'ইসলামে (মুসলিম) পরীক্ষা করা বিদআত। কিন্তু আজ সুন্নাহ দ্বারা (মুসলিম) পরীক্ষা করতে হবে।' *(শারহুস্ সুন্নাহ ১২৬পৃঃ, ১৫২নং, ত্বাবাক্বাতুল হানাবেলাহ ২/৩৮)*

২৪৪। আহমাদ বিন যুহাইর বলেন, আমি আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইউনুসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'মাওসেলবাসীদেরকে মুআফা বিন ইমরান দ্বারা পরীক্ষা করে নাও। সুতরাং যদি তারা তাঁকে ভালোবাসে, তাহলে তারা আহলে সুন্নাহ। পক্ষান্তরে যদি তারা তাঁকে ঘৃণা করে, তাহলে তারা আহলে বিদআহ। যেমন কূফাবাসীদেরকে ইয়াহয়া দ্বারা পরীক্ষা করা হবে।' *(আল-লালকাঈ ১/৬৬, ৫৮-নং)*

(২৮)
কতিপয় হিতকথা, উপদেশ ও আদব

২৪৫। ইয়াহয়া বিন মুআয বলেন, সে ভাই অধম ভাই; যাকে 'তোমার দুআয় আমাকে স্মরণ কর' এ কথা বলার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ শিক্ষাস্থল। তাদের মধ্যে বাহ্যতঃ বন্ধু নেহাতই কম। পরন্তু ভ্রাতৃত্ব ও অন্তরঙ্গতা তো বিলীন হয়েই গেছে। সুতরাং তার লোভ আর রেখো না। আমি কোন লোককে দেখি না যে, তার বংশগত (সহোদর) ভাই অথবা তার ছেলে অথবা তার স্ত্রী তার অন্তরঙ্গ হয়েছে। অতএব অন্তরঙ্গ লাভের লোভ পরিত্যাগ কর। সবার কাছ থেকে একপাশে থাক। সকলের সাথে (দূরের লোক অচেনা) প্রবাসীর মত ব্যবহার কর। আর খবরদার! তার কাছে ধোকা খেয়ো না, যে তোমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। পরন্তু কালের বিবর্তনে সে যা তোমার জন্য প্রকাশ করে তার ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে

উঠবে। (অর্থাৎ যথাসময়ে তার ঐ বাহ্যিক ভালোবাসার অবাস্তবতা তোমার কাছে ধরা পড়বে।)

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, "যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব করার মনস্থ কর, তাহলে তাকে রাগিয়ে দাও। অতঃপর যদি তার কাছে যথোচিত ব্যবহার পাও, তবেই তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর।" কিন্তু বর্তমানে সে কাজ বিপজ্জনক। কারণ, যদি তুমি কাউকে রাগিয়ে দাও, তাহলে সে সাথে সাথে তোমার শত্রুতে পরিণত হয়ে যাবে।

আর অন্তরঙ্গতা বিলীন হওয়ার কারণ এই যে, সলফের চিন্তা ছিল কেবল আখেরাত। তাই তাঁদের নিয়ত ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে নির্মল ছিল এবং আপোসের মিল-মহব্বত ছিল কেবল দ্বীনের উদ্দেশ্যে, না দুনিয়ার স্বার্থে। কিন্তু আজ হৃদয়ে হৃদয়ে পার্থিব-প্রেম আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে। সুতরাং যদি কাউকে দ্বীনের দরজায় ধরনা দিতে দেখ, তাহলে তাকে পরীক্ষা করে দেখ, দেখবে তুমি তাকে ঘৃণা করবে।' *(আল-আদাবুশ্ শারইয়্যাহ ৩/৫৮১)*

২৪৬। কাযী আবূ ইয়া'লা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন পথ চলবে, তখন (অকারণে পিছন ফিরে) এদিক-ওদিক তাকাতাকি করো না। কারণ, এমন কাজের কাজীকে আহমক মনে করা হয়।

শায়খ আব্দুল কাদের (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, শিস্ কাটা ও হাততালি দেওয়া ঘৃণিত আচরণ। এমন ঠেস দিয়ে বসাও অপছন্দনীয়; যা সাধারণ বসার নিয়ম বহির্ভূত। কারণ, তা এক প্রকার অহংকার প্রদর্শন ও উপবিষ্ট সাথীদের প্রতি অপমানজনক। অবশ্য কোন ওজর ও অসুবিধার কারণে বসলে সে কথা স্বতন্ত্র।

(অপরের সম্মুখে) চুইংগাম চিবানোও ঘৃণিত আচরণ। কারণ, তা এক শ্রেণীর (শিশুসুলভ) হীন কর্ম। হো-হো করে উচ্চস্বরে মুখভর্তি হাসি এবং অপ্রয়োজনে জোরে জোরে কথা বলাও ঘৃণিত অভ্যাস।

চলার ভঙ্গিমা মাঝামাঝি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন দ্রুত হাঁটাও উচিত নয়, যাতে অপরকে ধাক্কা লাগে এবং নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর এমন হাত হিলিয়ে চলাও ঠিক নয়, যাতে মনে মনে গর্ব অনুভূত হয়।

কান্নাতে উচ্চরোল এবং ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদা ঘৃণিত। অবশ্য তা মহান আল্লাহর ভয়ে অথবা অযথা সময় নষ্ট করার শোকে হলে ভিন্ন কথা।

লোকের সামনে মাথা এবং শরমগাহ না হলেও যা স্বাভাবিকভাবে ঢেকে রাখা হয় তা খুলে রাখা অপছন্দনীয়।' *(আল-আদাবুশ্ শারইয়্যাহ ৩/৩৭৫)*

২৪৭। ফুযাইল বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যে, মন সেই মিশুকদের কাছে সুখ অনুভব করে, যাদেরকে বন্ধু বলা হয়। কিন্তু আমি নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি যে, তাদের অধিকাংশই সম্পদ বিষয়ে হিংসুক, তারা (বন্ধুর) কোন ত্রুটি গোপন করে না, সঙ্গীর কোন হক (অধিকার) চেনে না এবং নিজের ধন-মাল দ্বারা কোন বন্ধুর অসময়ে সহযোগিতা করে না। সুতরাং আমি ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলাম, তাদের অধিকাংশই সম্পদের ব্যাপারে হিংসুক। বস্তুতঃ হক সুবহানাহ মুমিনের হৃদয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যে, সে তাতে এমন জিনিস স্থাপন করে, যাকে নিয়ে সে সুখ অনুভব করে থাকে। যার ফলে তিনি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে সঙ্কটে ফেলেন, যাতে তাঁকে নিয়েই মানুষ সুখানুভব করে।

বলা বাহুল্য, সারা সৃষ্টিকে তোমার শিক্ষার বিষয় মনে করা উচিত। আর কোন সৃষ্টির কাছেই তোমার গুপ্ত ভেদ প্রকাশ করো না। ওদের মধ্যে বিপদের সময় যে অযোগ্য তাদের সাথে বসবাস করো না। বরং তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার ঠিক রাখ এবং অতি প্রয়োজন ছাড়া তাদের সাথে মিশতে যেও না। পরন্তু মিশলে অতি সন্তর্পণে অল্পক্ষণ মিশ। অতঃপর তাদের নিকট থেকে সরে পড় এবং তোমার সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রেখে নিজের কর্তব্যে মনোযোগী হও। যেহেতু তিনি ছাড়া অন্য কেউ মঙ্গল আনয়ন এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ অমঙ্গল অপসারণ করতে পারে না।' *(ঐ ৩/৫৮২)*

২৪৮। তিনি আরো বলেন, 'তোমার সাথে যদি কারো রূঢ় ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে খবরদার তার অন্তরঙ্গতার আকাঙ্ক্ষা রেখো না। আর তার ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদও ভেবো না। কারণ, সে তোমার ঐ পূর্ব ব্যবহার স্মরণ করতেই থাকবে এবং তোমার প্রতি তার দ্বেষ গুপ্ত থাকবে---।

আর সাধারণ (মূর্খ) লোক থেকে দূরে থাকা আবশ্যিক। কেননা, তারা তোমার শ্রেণীভুক্ত নয়। কিন্তু যদি তাদের সাথে কোন কারণে বসতে বাধ্যই হও, তাহলে গাম্ভির্য ও সতর্কতার সাথে ক্ষণকাল বসতে পার। হতে পারে যে, তুমি এক কথা বলবে এবং সে কথাকে তারা খারাপ বলে প্রচার করবে।

আর জাহেলের সাথে ইল্ম দ্বারা, উদাসের সাথে ফিক্হ দ্বারা এবং বোকার সাথে সাহিত্য দ্বারা সাক্ষাৎ-তর্কালোচনা করো না। বরং গাম্ভির্যের সাথে নরমভাবে তাদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট হও।

পক্ষান্তরে শত্রুকে তুচ্ছ ভাবা ঠিক নয়। কারণ, শত্রুর গুপ্ত চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি আছে। সুতরাং তার ব্যাপারে যা জরুরী তা হল, প্রকাশ্যে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং তোষামদের সাথে সন্ধি করে চলা। আর এরই শ্রেণীভুক্ত হল হিংসুক। সুতরাং তাদের তোমার সম্পদ ও প্রতিভা সম্বন্ধে অবগত করানো উচিত নয়। কেননা, বদনজর লাগা সত্য। আর তাদের সাথে তোষামদ ব্যবহার করা (তাদের মেজাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলা) জরুরী।' *(ঐ)*

২৪৯। শাত্বেবী বলেন, 'সলফকে গালি দেওয়ার ফাসাদের মূলে হল খাওয়ারেজ। সলফে সালেহকে তারাই সর্বপ্রথম অভিশাপ করে এবং সাহাবা ﷺ-কে কাফের বলে! বলা বাহুল্য, অনুরূপ সকল বিষয় থেকেই সৃষ্টি হয় শত্রুতা ও বিদ্বেষ।' *(আল-ই'তিসাম ১/ ১৫৮)*

২৫০। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, নবী ﷺ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে স্থাপন করে সে তার তরীকার দিকে আহবান করবে এবং তারই ভিত্তিতে অপরের সাথে সম্প্রীতি ও বিদ্বেষ গড়বে। তদনুরূপ বৈধ নয়, আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উক্তি এবং উম্মাহর সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কারো উক্তি স্থাপন করে তারই ভিত্তিতে অপরের সাথে মিত্রতা ও শত্রুতা কায়েম করা। বরং উক্ত কাজ হল বিদআতীদের; যারা তাদের একজনকে বা একজনের উক্তিকে স্থাপন করে তারই ভিত্তিতে উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। উক্ত স্থাপিত উক্তি বা সম্বন্ধকে মানদন্ড মেনে তারা অপরের সাথে সম্প্রীতি অথবা বিদ্বেষ

গড়ে থাকে।' (অর্থাৎ, যে তাদের ঐ কথা বা নেতাকে মেনে নেয়, তাকে বন্ধু এবং যে মানে না, তাকে শত্রু মনে করে।) *(মাজমূউল ফাতাওয়া ২০/ ১৬৪)*

২৫১। উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যখন কোন সম্প্রদায়কে দেখবে যে, তারা জনসাধারণকে বাদ দিয়ে কোন গুপ্ত বিষয়ে মন্ত্রণা ও পরামর্শে লিপ্ত হচ্ছে, তখন (জেনে নিও) তারা ভ্রষ্টতার ভিত্তিস্থাপন করছে।' *(দারেমী ১/১০৩, ৩০৭নং)*

২৫২। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির এক মযহাব থেকে অন্য মযহাব গ্রহণ করার কারণ যদি দ্বীনী হয়; যেমন একটি উক্তি থেকে অন্য একটি উক্তি (সহীহ দলীলের ভিত্তিতে বলিষ্ঠ বলে) তার নিকট প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পায় এবং তারই ফলে সে সেই উক্তিকেই গ্রহণ করে, যে উক্তিকে সে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অধিক নিকটবর্তী মনে করে, তাহলে এমন ব্যক্তি তার এই কাজের জন্য সওয়াবপ্রাপ্ত হবে। বরং যার কাছে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের ফায়সালা স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন তার জন্য ঐ ফায়সালাকে এড়িয়ে না চলা বা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের ফায়সালার পরিপন্থী আর কারোর ফায়সালার অনুসরণ না করা ওয়াজেব। কারণ, আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য সর্বাবস্থায় তাঁর রসূলের আনুগত্য ফরয করেছেন।' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা, নতুন সংস্কার ৫/৯৬, পুরাতন সংস্কার ২/২৩৯)*

২৫৩। উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, 'আমি সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করি; যে বেকার।' অর্থাৎ, না সে কোন দুনিয়ার কাজে থাকে, আর না-ই কোন আখেরাতের কাজে। *(আল-আদাবুশ্ শারইয়্যাহ ৩/৫৮৮)*

২৫৪। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আমি কর্মহীন ব্যক্তিকে ঘৃণা করি; যে কোন দুনিয়ার কাজে থাকে না এবং কোন আখেরাতের কাজেও না।'

২৫৫। ইবনুল আষীর বলেন, 'কালাতিক্রমে চিরতরের জন্য প্রবৃত্তিপূজারী বিদআতীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন থাকবে; যত দিন না তাদের তওবা এবং হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথা প্রকাশ না হয়েছে।' *(আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস ৫/২৪৫)*

২৫৬। ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'ইসলামে আমার নিকট এ ছাড়া আর অন্য কোন জিনিসকে অধিক উত্তম বলে জানি না যে, বিভিন্নমুখী কুপ্রবৃত্তি (ও বিদআত)

সমূহের কিঞ্চিৎ পরিমাণও আমার হৃদয়ে এসে মিশ্রিত হয় নি।' *(আল-হুজ্জাতু ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/৩০৪)*

আবূ আব্দুল্লাহ জামাল বলেন, 'ইসলামে আমার নিকট এ ছাড়া আর অন্য কোন জিনিসকে অধিক উত্তম বলে জানি না যে, আল্লাহ আমাকে জঘন্য (রাজনৈতিক) দলাদলির গ্রাস থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। যে দলাদলির শিকার হয়ে পড়েছে সাম্প্রতিক কালের কিছু যুবকদল এবং দ্বীনের কিছু আহবায়কও। যে দলাদলি তাদের চিন্তধারাকে কলুষিত করে ছেড়েছে এবং সলফে সালেহীনের মতাদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।'

২৫৭। আইয়ুব বিন ক্বির্রিয়্যাহ বলেন, 'সমীহ ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য লোক হল তিনজন; উলামা, ভ্রাতৃমন্ডলী এবং রাজ ও শাসনকর্তৃপক্ষ। সুতরাং যে ব্যক্তি উলামাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে তার আত্মমর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলে। আর যে ব্যক্তি রাজ ও শাসনকর্তৃপক্ষকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে তার দুনিয়া বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানী কাউকেও তুচ্ছজ্ঞান করে না। আসলে জ্ঞানী সেই; যার শরীয়ত হল দ্বীন, প্রকৃতি হল সহনশীলতা এবং স্বভাব হল সুমতি।' *(জামেউ বায়ানিল ইলমি অফাযলিহ ২৩১পৃঃ)*

২৫৮। আলী বিন আবী তালেব ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, 'তোমার উপর আলেমের কিছু হক (অধিকার) এই যে, যখন তুমি তাঁর কাছে আসবে তখন তাঁকে খাসভাবে সালাম দেবে এবং অন্যান্যকে সালাম দেবে আমভাবে। (তারপর) তাঁর সামনে বসবে। তোমার হাতের ইশারায় কথা বলবে না। চোখ দিয়েও ইঙ্গিত করবে না। অমুক আপনার কথার বিপরীত বলে -এ কথাও বলবে না। তাঁর কাপড় ধরবে না। নাছোড় বান্দার মত তাঁকে বারবার প্রশ্ন করবে না। আলেম হলেন তোমার জন্য সদ্যপক্ক খেজুর ধরা গাছের মত; যে গাছের তলায় থাকলে তোমার জন্য সেই খেজুর কিছু কিছু করে পড়তেই থাকবে।'

২৫৯। ইবনুল মুগাফ্ফাল তাঁর এক সাথীকে নবী ﷺ-এর হাদীস দ্বারা উপদেশ দিয়ে কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করার পর সে তা না মানলে তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীসের টীকায় বলেন, 'উক্ত হাদীসে (এ কথার দলীল) রয়েছে যে, বিদআতী, ফাসেক ও জেনেশুনে সুন্নাহ (হাদীস)

প্রত্যাখ্যানকারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে। আর এদের সাথে সব সময়ের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ।’ *(শারহু মুসলিম ১৩/১০৬)*

২৬০। মিয্যীকে বলা হল, ‘অমুক আপনাকে অপছন্দ করে।’ তিনি বললেন, ‘ওর নিকট হওয়াতেও কোন শান্তি নেই এবং দূর হওয়াতেও কোন ভয় নেই।’ *(আল-আদাবুশ্ শারইয়্যাহ ৩/৫৭৫)*

২৬১। আসমাঈ বলেন, আমাকে আম্র ইবনুল আলা’ বলেছেন, ‘হে আব্দুল মালেক! ভদ্রজনকে অপমান করলে, ইতরকে সম্মান দিলে, জ্ঞানীকে বিরক্ত করলে, আহমককে উপহাস করলে এবং পাপাচারের সাথে বাস করলে সাবধান থেকো।

আর যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নি তাকে উত্তর দেওয়া, যে তোমাকে উত্তর দেবে না তাকে জিজ্ঞাসা করা অথবা যে তোমার কথা কান দিয়ে শোনে না তাকে কিছু বলা আদবের পর্যায়ভুক্ত নয়।’ *(ঐ)*

২৬২। উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, ‘পূর্ববর্তীগণ ইল্ম অনুযায়ী কর্ম করেছেন এবং সক্রিয় দূরদর্শিতার সাথে (নিষিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ জিনিস থেকে) বিরত হয়েছেন। রহস্য উদ্ঘাটনে যদি কোন সওয়াব থাকত, তাহলে তাঁরা অবশ্যই সে কাজে মাহাত্ম্যের সাথে অধিক পারঙ্গম ছিলেন।’ *(বায়ানু ফায্লিস সালাফ আলা ইল্মিল খালাফ ৩৮পৃঃ)*

ইবনে রজব বলেন, উক্ত কথার মাধ্যমে বহু পরবর্তীগণ ফিতনায় পড়েছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে, দ্বীনী মাসায়েলে যাঁর উক্তি, তর্ক-বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ বেশী আছে তিনি তাঁর চাইতে বেশী বড় আলেম যিনি অনুরূপ নন। কিন্তু এ হল নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। আপনি বড় বড় সাহাবা ও তাঁদের উলামা; যেমন আবূ বাক্র, উমার, আলী, মুআয, ইবনে মাসঊদ, যায়দ বিন সাবেত ﵃ প্রভৃতিগণকে দেখেন, তাঁদের উক্তি ইবনে আব্বাসের উক্তির তুলনায় কত কম, অথচ তাঁরা তাঁর থেকে ইল্মে বেশী বড় ছিলেন। তদনুরূপ তাবেঈনদের উক্তি সাহাবাদের উক্তির তুলনায় অনেক বেশী, অথচ সাহাবাগণ তাবেঈন থেকে জ্ঞানে অধিক বড় ছিলেন। ঠিক তদ্রূপই তাবে’ তাবেঈনদের উক্তি তাবেঈনদের উক্তি থেকে অনেক বেশী, অথচ

তাবেঈনগণ তাঁদের তুলনায় জ্ঞানে বেশী বড় ছিলেন। ([4]) সুতরাং বেশী বর্ণনা করতে পারা অথবা বেশী বলতে (বক্তৃতা করতে বা লিখতে) পারার নাম ইল্‌ম নয়। ইল্‌ম তো এক প্রকার জ্যোতি; যা আলেমের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হয়, যদ্দ্বারা তিনি হক বুঝতে সক্ষম হন, হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্বাচন করেন এবং এ সব কথা সংক্ষিপ্ত ও উদ্দেশ্য পরিপূরক বাক্যশৈলীতে ব্যক্ত করে থাকেন।' *(বায়ানু ফায্‌লিস সালাফ আলা ইল্‌মিল খালাফ ৩৮পৃঃ)*

২৬৩। ইবনে রজব বলেন, 'অতএব এই বিশ্বাস রাখা ওয়াজেব যে, যে আলেমের উক্তির বহর এবং ইল্‌ম প্রসঙ্গে কথা (বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে) বেশী হবে তিনিই যে তাঁর থেকে বেশী বড় জ্ঞানী হবেন যিনি অনুরূপ নন -তা নয়। আমরা এমন কিছু অজ্ঞ মানুষদের সম্মুখীন হয়েছি, যারা মনে করে যে, পরবর্তী কালের কিছু আলেম যাঁদের কথার বহর বেশী তাঁরা পূর্ববর্তী উলামা অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী!' *(ঐ ৪০পৃঃ)*

২৬৪। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সলফের মযহাব প্রকাশ করে এবং তার দিকে সম্বন্ধ জুড়ে (সালাফী বলে পরিচয় দেয়), তার জন্য তা দোষাবহ তো নয়ই; বরং তার তরফ থেকে তার ঐ কথা গ্রহণ করে নেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজেব। যেহেতু সলফের মযহাব নিঃসন্দেহে হক।' *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/ ১৪৯)*

([4]) অনুরূপ রাব্বানী (প্রভু-ভক্ত, আল্লাহ-ওয়ালা) উলামাগণ; যেমন আল্লামা ইবনে বায, আলবানী, আল-উসাইমীন এবং আল-ফাওযান, যাঁদের উক্তি তথাকথিত দ্বীনের আহবায়কদের থেকে অনেক কম, যাঁরা নিজেদেরকে দ্বীনের আহবায়ক বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং (বক্তৃতায়) অনেক অনেক উক্তি দ্বারা বহু বহু 'ক্যাসেট ফুল' করে রেখেছেন। অথচ যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁরা এঁদের চাইতে অনেক বেশী জ্ঞান ও ইলমের অধিকারী। (অতএব কারা বেশী জানেন এবং কাদের কথা মেনে নেওয়া ও চলা উচিত, তা স্পষ্ট।)

২৬৫। ইবনে বাত্ত্বাহ শা'বী কর্তৃক নিম্নলিখিত কবিতাছত্রগুলি বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন। (শা'বী বলেন,) আলী বিন আবী তালেব ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে অপছন্দনীয় একটি লোকের সাথে ওঠা-বসা করছে। তখন তিনি আবৃত্তি করলেন,

'মূর্খের সাথী হয়ো না, তার থেকে দূরে থাক, সতর্ক থাক।
কারণ, কত মূর্খ জ্ঞানীকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যখন সে তার সংসর্গ গ্রহণ করেছে।
সাথীকে দেখে মানুষ কেমন তা অনুমান করা হয়, যখন সে তার সাথে চলে।
এক জিনিস অপর জিনিসের মানদন্ড ও সদৃশ হয়ে থাকে।
এক আত্মা অপর আত্মার দলীল, যখন উভয়ে মিলিত হয়।
জ্ঞানী মানুষ ভয়ের কিছু দেখলে, তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করে।
উদাসীন প্রতারিত, কালের আবর্তন তাকে বিপন্ন করে ফেলে।
যে ব্যক্তি কালের আবর্তন চেনে, সে সুখ-সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না।'

তিনি আরো বলেছেন,

'তুমি ব্যাধিগ্রস্ত না হলেও; যদি তার সাথী হও,
তুমি তার সঙ্গী হলে তুমিও ব্যাধিগ্রস্ত হবে।'

২৬৬। ইবনে বাত্ত্বাহ আরো উল্লেখ করেছেন যে, আবূ বাকর বিন আম্বারী আমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমার আব্বা আবুল আতাহিয়ার এই কবিতা আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন,

'কে তোমার কাছে গোপন থাকবে, যদি তুমি তার সঙ্গীকে দেখ?

যুবকের প্রকৃতির লক্ষণ তার ললাটে প্রকাশ পায়।'

(আল-ইবানাহ ২/৪৬৫)

২৬৭। আবূ বাক্‌র আরজানী বলেন,

'যখন আমি মানুষকে পরীক্ষা করলাম,
বিপদের সময় একজন নির্ভরযোগ্য ভাই চাইলাম।
সুখে ও দুঃখে উভয় অবস্থায় আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম;
জীবিতদের মাঝে ডাক দিলাম, কোন সহায়ক আছে কি?
কিন্তু আমার বিপদের সময় হাস্যকারী ছাড়া-
এবং আমার আনন্দে হিংসুক ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না।'

২৬৮। অন্য এক কবি বলেছেন,

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আশা করে
তার জন্য জরুরী আল্লাহ-ভীতি ও বিনয়-নম্রতা।
সে যেন দোষকারীর দোষ দৃষ্টিচ্যুত করে
এবং সঙ্গীর মূর্খতায় ধৈর্য ধারণ করে।'

(আল-আদাবুশ্ শারইয়াহ ৩/৫৮৩)

وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

সঞ্চয়নেঃ-

আবূ আব্দুল্লাহ জামাল বিন ফুরাইহান আল-হারেষী

অনুবাদেঃ

আবূ সালমান আব্দুল হামীদ আল-মাদানী

১/ ১২/ ১৪২২হিঃ